ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভে উত্তাল মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

সারে-জমিন

ভোট আসে যায়, হাল ফেরে না ভাঙন এলাকার

রূপসী বাংলা

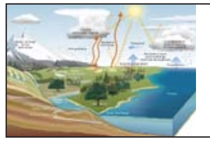

প্রতি বছর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কি?/১

সম্পাদকীয়

ধর্মের নামে নয়, নির্বাচন হোক উন্নয়নের নামে: দেব

সাধারণ

আইপিএলের মতো বেশি রান হবে না বিশ্বকাপে: ওয়ার্নার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৪ এপ্রিল, ২০২৪
১১ বৈশাখ ১৪৩১
১৪ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 111 ■ Daily APONZONE ■ 24 April 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আলিগড়ের প্রথম মহিলা উপাচার্য হলেন নাইমা খাতুন

আপনজন ডেস্ক: আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ নাইমা খাতুনকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। সোমবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা বিভাগ খাতুনকে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই নিয়োগের অনুমোদন দেয়। অধ্যাপক নাইমা খাতুন আগামী পাঁচ বছর উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এএমইউ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত ৮টার দিকে প্রক্টরসহ কয়েকজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে খাতুন তার স্বামী ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মোহাম্মদ গুলরেজের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এএমইউ থেকে মনোবিজ্ঞানে ডক্টরেট শেষ করার পরে, খাতুন ১৯৮৮ সালে প্রভাষক হিসাবে একই বিভাগে যোগদান করেন এবং ২০০৬ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২০১৪ সালে মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে তিনি সেখানেই ছিলেন। তিনি এক শিক্ষাবর্ষের জন্য মধ্য আফ্রিকার রুয়ান্ডার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক ছিলেন। অতিরিক্তভাবে, তিনি এএমইউতে অনেক প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যার মধ্যে আবদুল্লাহ হল এবং ইন্দিরা গান্ধী হল উভয়ের প্রভোস্ট, ডেপুটি প্রক্টর এবং আবাসিক কোচিং একাডেমির পরিচালক ছিলেন। নাইমা খাতুনের পলিটিক্যাল সাইকোলজিতে পিএইচডি ডিগ্রিও রয়েছে। তার পিএইচডি গবেষণা এএমইউ এবং দিল্লির সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজে করা হয়েছিল। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের হলিংস সেন্টার, আলবা আইউলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (রোমানিয়া), চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয় (ব্যাংকক) এবং লুইসভিল বিশ্ববিদ্যালয়ে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) তার গবেষণা উপস্থাপনা করেছেন। লেখক ও গবেষক হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনায়ও তার অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছে। তিনি ছয়টি বই লিখেছেন, সহ-রচনা করেছেন এবং সম্পাদনা করেছেন। ক্লিনিকাল, স্বাস্থ্য, ফলিত সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান তার বিশেষ ক্ষেত্র। তার সামগ্রিক অবদানের জন্য, নাইমা খাতুন পাপা মিয়াঁ পদ্মভূষণ সেরা মেয়ের পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৮৭৫ সালে যাত্রা শুরু হয়েছিল মুহাম্মদান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের। ১৯২০ সালে তা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হয়। সে বছর চ্যান্সেলর হিসেবে যোগ দেন বেগম সুলতান জাহান। তিনিই একমাত্র মহিলা, যিনি আচার্য পদে ছিলেন। এবার এই বিশ্ববিদ্যালয় পেল প্রথম মহিলা উপাচার্য।

ফের নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভয় বাণী

আমি থাকতে সংখ্যালঘুদের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম
জে এ সেখ ● ভাতার

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে, রাজনৈতিক নেতা নেত্রী মন্ত্রী সহ সকলের চাপ ততোই বেড়ে চলেছে। তাইতো প্রখর রৌদ্রের দাবদাহের মধ্যেই দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার,সভা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। সেরূপ মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার হাসনে ও পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে দুটি জনসভা করেন।

বীরভূমের হাসনের পর পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কীর্তি আজাদ ও বর্ধমান-পূর্বের প্রার্থী ডাক্তার শর্মিলা সরকারের সমর্থনে মঙ্গলবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি তার বিভিন্ন কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরে জেলাবাসী কে তৃণমূলের পক্ষে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কালনা থেকে একটা ব্রিজ করে দিচ্ছি প্রায় দু হাজার কোটি টাকা দিয়ে, যেটা শান্তিপুরে গিয়ে মিশবে। দেউচা পাঁচামি তে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লার খনি তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে ১ লক্ষ লোকের কাজ হবে। তাছাড়া, উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের আলাদা একটা রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। বন্যায় মানুষের সমস্যা আটকাতে দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় তিন হাজার কোটি ব্যয়ে প্রকল্প করা হচ্ছে।

মমতা বলেন, ভোটটা ওদের দেবেন কেন? কেন্দ্রের যা যা দায়িত্ব ছিল, তারা একটাও পালন করেছে কি ? ১০০ দিনের কাজের টাকা আমরা দিলাম ৫৯ লক্ষ কর্মচারীকে এবং তাদের জন্য "কর্মশ্রী" প্রকল্প করলাম, যাতে আমরা ৫০ দিনের কাজ জবকার্ড ধারীদের দিতে পারি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিজেপি না করলেই বলছো, খেতে দেওয়া হবে না। অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। এনআরসি করা হবে। ক্যা করা হবে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড করা হবে। সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে।

শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় ২৫ হাজার শিক্ষকের চাকরি যাওয়া নিয়ে মমতা নিশানা করেন শুভেন্দু অধিকারীকে। মমতা বলেন 'সবচেয়ে বড় কুকর্মটা করেছে সে, তার নাম- বড় গাদ্দার। কোর্ট কী রায় দেবে, তুই জানলি কি করে? তুই দুইদিন আগে বলে দিলি, বোমা ফাটাবো। এতগুলো বাচ্চার জীবন কেড়ে নিয়ে তুই নাচছিস্। নেচে নেচে বেড়া। একদিন মানুষ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে বলবে, শুকনো গাঙ্গে আসুক জীবনের বন্যা।'

মমতা আরও বলেন, যারা তফসিলি নমঃশূদ্র, মনে রাখবেন আপনারা অনেক সম্মানীয় মানুষ। আপনাদের আমি সম্মান করি। সংখ্যালঘু ভাইবোনেরা ভয় পাবেন না। মনে রাখবেন, আমি থাকতে আপনাদের গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা কারও নেই। আপনাদের জীবন নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার।আদিবাসী ভাই বোনেদের সারি ও সারনা ধর্মের জন্য আমাদের আন্দোলন চলবে। সকলকে শান্তিতে থাকার ও ভালো থাকার বার্তা দিয়ে সভা শেষে একটি আদিবাসী নৃত্য সংগীতের তালে তালে সভা শেষ হয় ভাতারের সভা।

মঙ্গলবার মমতা প্রথম সভাটি করেন বীরভূমের হাসনে। এদিন দুপুর ১.৪৫ মিনিট নাগাদ তিনি মঞ্চে উপস্থিত হন। প্রথমেই রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নের কথা বলতে থাকেন এবং পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সিএএ, এনআরসির পাশাপাশি মোদীর গ্যারান্টির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায় এবং বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অসীত মালের সমর্থনেই মূলত এদিনের নির্বাচনী জনসভা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একবার অনুব্রত মণ্ডল সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, অনুব্রত মন্ডলকে পরিকল্পিতভাবে জেলে রাখা হয়েছে। নির্বাচনের পর তিনি অবশ্যই জেল থেকে মুক্তি পাবেন। জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া নিশানা করেন। তিনি মোদি সরকারের গ্যারান্টিকে অভিহিত করেছেন এবং আবারও ১০০ দিনের কাজের বকেয়া এবং রাজ্য সরকারকে আবাসন প্রকল্প না দেওয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি দেউচা পাচামিতে ৩৩৭০ একর জমিতে কয়লা প্রকল্প স্থাপিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, দেউচা পাচামিতে ৩৩৭০ একর জমিতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লা প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। এখানে এক হাজার একশ আটানব্বই মিলিয়ন টন কয়লা রয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। পাঁচ হাজার দুইশো পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। আমি যে গ্যারান্টি দিয়েছিলাম তা পূরণ করেছি, আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত মোদি সরকার জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা আজ পর্যন্ত পূরণ হয়নি।

বিজেপি বাংলায় ৭ দফায় ভোট করতে কমিশনকে বাধ্য করেছে: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার অভিযোগ করেছেন, বিজেপি প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে সাত দফায় লোকসভা নির্বাচন করতে নির্বাচন কমিশনকে "বাধ্য করেছে", যাতে তাদের শীর্ষ নেতারা রাজ্যে ভাল প্রচার করতে পারেন।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় তৃণমূলের দার্জিলিং প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে অভিষেক বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও একই ঘটনা ঘটেছিল, যখন আট দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছিল, যার পরে রাজ্যে মহামারীর নতুন ঢেউ আছড়ে পড়েছিল।

অভিষেক বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ২০২১ সালে নির্বাচন কমিশনকে পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় বিধানসভা নির্বাচন করতে বাধ্য করেছিল, যা সেই সময়ে করোনা মহামারীর কথা বিবেচনা না করে। এরপর মহামারির ঢেউ আছড়ে পড়ে বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। তাই অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, এই প্রাণহানির জন্য দায়ী কে?'

অভিষেকের অভিযোগ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও দিল্লির বিজেপি নেতারা যাতে প্রচারে সুবিধা পেতে পারেন, তার জন্য বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন এবার সাত দফায় ভোটের আয়োজন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ যাতে প্রতি দফার আগে বাংলায় প্রচার করতে পারেন, তার জন্যই সাত দফায় ভোট হচ্ছে। কিন্তু তাদের মিথ্যাচার জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে বলে অভিষেক দাবি করেন।

তৃণমূল কংগ্রেস গোপাল লামাকে দাঁড় করিয়েছে বর্তমান বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার বিরুদ্ধে। লামাকে 'ভূমিপুত্র' বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তাকে 'পরিযায়ী পাখি' বলে অভিহিত করেন অভিণেক।

অভিষেকের অভিযোগ, বিস্তা করোনা মহামারির সময় মানুষকে সাহায্য করেননি এবং দিল্লিতেই থেকে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে তৃণমূল কর্মীরা সেই সময়ে সর্বতোভাবে মানুষকে সমর্থন করেছিলেন। ১১টি গোর্খা জাতিগোষ্ঠীকে তফসিলি উপজাতিভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি বিজেপি পূরণ করছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অভিষেকের আরও অভিযোগ, নির্বাচনের প্রথম দফায় বিজেপির পারফরম্যান্স খারাপ হয়েছে ও পরবর্তী দফায়ও তাই হবে। উল্লেখ্য আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় দার্জিলিংয়ে ভোট।

গণতন্ত্র রক্ষায় ১০০ শতাংশ ভোট দিন, আহ্বান মাদানির

আপনজন ডেস্ক: দেশে লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে এবং প্রথম দফার ভোট হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, জমিয়ত উলেমা হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি মুসলিমদের প্রতি আহ্বান করেছেন, সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য শতভাগ ভোট দিন। তিনি বলেন, কোনো কোনো আসনে যে শতাংশ ভোট পড়ার হার দেখতে পাওয়া গেছে তা প্রমাণ করে মানুষ এখনো তাদের ভোটের গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। অথচ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ভোটের মূল্য থাকে।

আরশাদ মাদানি বলেন, গণতন্ত্র দেশের নাগরিকদের জন্য আশীর্বাদ। তবে গণতন্ত্রের ভিত্তি তখনই মজবুত রাখা যায় যখন দেশের নাগরিকরা তাদের ভোটের গুরুত্ব বুঝতে পারে ও সক্রিয়ভাবে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সংবিধান বজায় রাখতে শতভাগ ভোট নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করে মাদানি।

মাদনি বলেন, ভোট দেওয়া শুধু আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নয়, কর্তব্যও। তাই এ কর্তব্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমাদেরকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হবে। দেশের সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ ছাড়া সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু হতাশাজনক দিক হল আমরা গুরুত্ব ও দূরদর্শিতা দেখাই না, হয়তো সে কারণেই আমরা আমাদের ভোটের মূল্য জানি না। সরকার ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সকল প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা জাগতে প্রস্তুত নই। গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি এই মনোভাব দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। এমন পরিস্থিতিতে আপনাদের দায়িত্ব বেড়ে যায়।

তিনি বলেন, ভোটের এখনো অনেক ধাপ বাকি। তাই আপনাদের উচিত আপনাদের পর্যায়ে জনগণকে জাগ্রত করা এবং শান্তিপূর্ণ ও উৎসাহের সাথে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। জনগণকে তাদের ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করুন কারণ একটি ভোটও জয় বা পরাজয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি কেবল একটি আশা নয়, একটি পূর্ণ বিশ্বাস যে আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য বুঝতে পারব এবং পূর্ণ উপলব্ধির সাথে এটি করার চেষ্টা করব এবং অন্যদেরকেও ভোট দিতে উৎসাহিত করব। কারণ ভোট দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই প্রতিটি নাগরিককে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান

(মাদ্রাসা ও মদিনা মিশন)

গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর,
কলকাতা- ৭০০১৪৯ Regd.No.- ১০৩৩/০০২৪১

১। আরবী আওয়াল হইতে সোম জামাত (কাফিয়া)। ২। তজবীদ সহ হিফজ মোকাম্মাল। ৩। কেরাত বিভাগ হিফস মোকাম্মাল। ৪। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ৫। ট্রেলারের কাজ শেখানো হয়। ৬। আসর বাদ হইতে মগরিব পর্যন্ত। ৪র্থ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের পড়া পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ৭। চার টাইম খাবার দেওয়া হয়। ৮। গরিব এতীমদের বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, ঔষধ-এর ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব (যুগদিয়া), হাজী ইনতাজ আলি শাহ প্রাক্তন বিচারক, হাজি ইউসুফ মোল্লা, হাজি আব্দুল্লাহ সরদার

সম্পাদক: মাওঃ ইমাম হোসেন মাযাহারী, হাজি আব্দুল রহমান মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার সাহেব

যাঁরা ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় নিতে ইচ্ছুক তাহারা এনজিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে জাকাত, ফিতরা, সাদকা দিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন এবং গরীব এতীম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে, আপনি আপনার সন্তানের ন্যায় এই মাদ্রাসার সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করিবেন ইনশাআল্লাহ।

নীচে দেওয়া হল আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার

INCOME TAX APPROVAL NO: 10 B
Registration No: AACTM5965EF20214
SBI A/C NO: AC30800716497 IFC CODE: SBIN0001451
Mob: 9830401057 / 9051758393

প্রথম নজর

৩৫ আসন দুর্নীতি মুক্ত বাংলা গড়ব: অমিত শাহ

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পালের সমর্থনে করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া ফুটবল মাঠে বিজয় সংকল্প মিছিলের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। এদিন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'রায়গঞ্জে এইমসের পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা হতে দেননি।' পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে অমিত শাহের বার্তা এই লোকসভা নির্বাচনে যদি বিজেপি ৩০ থেকে ৩৫টি আসন পায় তাহলে উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য আলাদা এইমস বানানোর কাজ শুরু করবে মোদি সরকার। তিনি আরও বলেন বাংলাকে হিংসা থেকে মুক্ত করতে হলে, অনুপ্রবেশ রুখতে হলে, শরণার্থীদের নাগরিকতা দিতে হলে, একমাত্র রাস্তা নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী বানানো।

আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রচার ঘিরে বিতর্ক

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: আবাস যোজনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হল জেলা জুড়ে। সম্প্রতি শতাব্দী রায় প্রচার করছেন। এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এলাকায় প্রতি বাড়ি গিয়ে আবাস যোজনা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ছবি এবং আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড তুলছেন বলে অভিযোগ বিজেপির। বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ধর তিনি জানিয়েছেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। এই নিয়ে মঙ্গলবার বাম কংগ্রেস জোটের বারা ১ নং পঞ্চায়েত প্রধান ও তার সদস্যরা নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বিডিও রজত রঞ্জন দাসকে স্মারকলিপি দিলেন। বারা ১ নং পঞ্চায়েত প্রধান সোনালী দাস জানিয়েছেন আদৌ তাদের আবাস যোজনার তালিকায় নাম নেই। তাদের নামে আবাস যোজনার ঘর এসছে বলে পঞ্চায়েতে চলে আসছেন। অথচ সেখানে এলাকার তৃণমূলের নেতারা তাদের বাড়ি গিয়ে ছবি তুলে কাগজপত্র জমা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ।

হরিশ্চন্দ্রপুরে জনসভা হবে মমতার, নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার প্রস্তুতি

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসিহাটা বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র উপ বাজার মাঠে নির্বাচনী জনসভায় আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ জনসভায় যোগ দিবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সভার আগে জোরদার করা হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মঙ্গলবার সভাস্থল পরিদর্শন করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রতিনিধি দল। সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা মর্জিনা খাতুন সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা। রুট নির্ণয়, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সহ যাবতীয় খুটিনাটি খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা। কপ্টার নামার জন্য হেলিপ্যাড স্থলও চিহ্নিত করছেন আধিকারিকরা। এদিন ভবানীপুর ব্রিজ নাকা পয়েন্ট ও বাংলা বিহার সীমানা কুশিদা নাকা পয়েন্ট পরিদর্শন করেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য জোরদার নাকা তল্লাশি শুরু হয়েছে। তৃণমূল সুপ্রিমো এলাকায় আসছে, খবর চাউর হতেই উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। নেত্রীর আগমনে কর্মিরা উজ্জীবিত হবে বলে মনে করছে দলীয় নেতৃত্ব। মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, এখানেই দিদি গত বিধানসভায় জনসভা করেছিলেন। রতুয়া, মালতীপুর, চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর চারটি বিধানসভা আমরা পেয়েছিলাম। এবার উত্তর মালদহ আসন পদ্মফুলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেব। জনসভায় কর্মীসমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে যাবে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন,'কুশিদা ও ভবানীপুর ব্রিজ নাকা পয়েন্ট দুটিতে জোরদার তল্লাশি চলছে। প্রতিদিন পুলিশ প্রশাসনের টহলদারি চলছে।'

হুড খোলা জিপে চড়ে সাজদার প্রচারে মন্ত্রী

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ার লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনিত প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের পাঁচটি অঞ্চলে ভোট প্রচারে বেরোন রাজ্যের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী মন্ত্রী পুলক রায়। এদিন বিকেল ৪টেয় হাটগাছা-১ অঞ্চলের ললিতাগোড়ী মোড় থেকে প্রার্থী সাজদা আহমেদ-কে সঙ্গে নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে চেপে এদিনের প্রচার শুরু করেন মন্ত্রী পুলক রায়।এরপর হাটগাছা-২ নং অঞ্চলের বোয়ালিয়া,তপনা অঞ্চলের সমরুক হাট হয়ে বহিরা এবং কালীনগর অঞ্চলের একাধিক এলাকায় উলুবেড়িয়া লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে প্রচার ও জনসংযোগ সারলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা উলুবেড়িয়া লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান পুলক রায়। মন্ত্রী জানান,উলুবেড়িয়া লোকসভা আসনে আমাদের প্রার্থী সাজদা আহমেদ যেভাবে মানুষের সাড়া পাচ্ছেন,তা থেকে আমরা বলতে পারি আমাদের প্রার্থী দু'লাখেরও বেশি ভোটে যে জয়লাভ করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম মোল্লা,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জি,গ্রামীণ জেলার মহিলা সভানেত্রী কাকলী সিংহ,উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেলিম মোল্লা প্রমুখ।প্রচার গাড়ির সাথে প্রতিটি অঞ্চল থেকেই কয়েকশো বাইক র‍্যালিতে ছিলেন কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা।

ভোট আসে ভোট যায়, ভাঙন কবলিত অঞ্চল একই থাকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ভোট আসে ভোট যায়,ভাঙন কবলিত অঞ্চলে যে পরিস্থিতিতে এখনো পর্যন্ত সে অবস্থাতেই পরে আছে। প্রার্থীরা আসে আশ্বাসের বন্যাবইয়ে দেয়। ভোট চলে গেলেও বাবুদের দেখা মেলা ভার এমনি অভিযোগ জানালেন, এলাকার স্থায়ী বসবাসকারীরা। নদীয়ার চাকদহ ব্লকের চাঁদুড়িয়া এক নম্বর জিপির উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ ঝাউচর, গঙ্গাপ্রসাদপুর, পোরাডাঙ্গা এবং মুকুন্দ নগর। চারটি গ্রামে বুথ মোট ৬টা। বাস করেন প্রায় সাড়ে চার হাজার ভোটারের পরিবার। এখানকার মানুষের পেশা চাষ,মৎস্যজীবি,দিনমজুর এবং নির্মাণকর্মী।

নদিয়া জেলার সাথে যুক্ত থাকলেও হুগলী জেলার সাথে যোগাযোগটা বেশী। গত পাঁচ বছর আগে মুকুন্দনগর থেকে গৌরনগর ঘাটের আগে পযর্ন্ত বাঁধানো হয়েছিল আজ তা বেশিরভাগ জলে চলে গেছে। নদিয়ার-হুগলী সাথে সংযুক্ত গৌরনগর ফেরীঘাট। এখনো ভাঙনের মধ্যে পড়ে রয়েছে।কোন স্নান করার স্থায়ীঘাট নেই,নেই স্থায়ীফেরী ঘাট। কোন মতে দিন কাটছে এলাকার বাসিন্দাদের। বিশ্বনাথ বিশ্বাস, রামপ্রসাদ তরফদার অক্ষয় বিশ্বাসরা আজ অসহায়।

বিশ্বনাথ বিশ্বাস বলেন ,কবে এই অঞ্চলে বিধায়ক বা সংসদ এসেছিলেন জানেননা এলাকার মানুষ। আমাদের সুখ দুঃখের কথা কাকে জানাবো। একিই অবস্থা কল্যাণী ব্লকের চাঁদুড়িয়া দুই নম্বর জিপির সান্যালচর এলাকার। রানীনগর,বালাপাড়া,ঢুঙ্গিপাড়া এবং মালোপাড়া। ১৩টা অঞ্চল ছিল। লোক সংখ্যা প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিরিশ হাজার। কমতে কমতে পাঁচ হাজার ভোটার সহ ছটা বুথ এসে দাঁড়িয়েছে। না আছে স্নান করার ঘাট,না আছে স্থায়ী ফেরীঘাট।প্রায় দিনই ফেরীঘাট পরিবর্তন করতে হয়। এখানকার বাসিন্দারা জলপথই ব্যবহার করেন। স্কুল,কলেজ অফিস জলপথেই সুবিধা।কারন চাঁদুড়িয়া এখান শিমুরালি স্টেশন প্রায় সাত কিমি। চাকদহ সাত কিমি। অটো বা মোটর ভ্যানের ওপর নির্ভর করতে হয়। জীবন বিশ্বাস বলেন, আমাকে প্রস্তুত থাকতে হয় গঙ্গার ভাঙন শুরু হলে দোকান সরানোর জন্য। ভাঙন শুরু হলে বিঘার পর বিঘা জমি গঙ্গার বক্ষে চলে যায়। কল্যাণী ব্লকের তারিনীপুর, রায়ডাঙ্গা, হেমনগর সরাটি অঞ্চলের অবস্থা একই। তবে এখানকার বাসিন্দারা জানালেন, বাঁধানোর কাজ চলছে। বালির বস্তা ফেলা হচ্ছে। তবে কতদিন, পুনরায় আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। কারণ গঙ্গায় পলি বা বালি জোমে নাব্যতা বা গভীরতা কমে যাচ্ছে। অবিলম্বে গঙ্গার ভিতরে জমা পলি বা বালি তুলতে হবে। না হলে গঙ্গা বক্ষে যান চলাচল ব্যাহত হবে জানালেন সরাটি অঞ্চলের হামিদুল মন্ডল। যদিও কটাক্ষর সুরে বলেন বিড়ালের গলায় ঘন্টা এখন বাঁধবে কে। সেই অপেক্ষায় রয়েছেন তারা।

আল্লাহর কাছে দোয়া করো, মুক্তি পেতে শাজাহানের আর্জি স্ত্রীর কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: এক সময়ের সন্দেশখালির 'দাপুটে তৃণমল নেতা' শেখ শাহজাহানের চোখে জল। মঙ্গলবার বসিরহাট আদালতে এমনিই ঘটনা ঘটল। গ্রেপ্তারের পর থেকে শেখ শাহজাহানের শরীরের ভাষা অনেক বদলে গিয়েছে। মঙ্গলবার প্রিজন ভ্যানে মেয়ের মুখে 'আব্বু' ডাক এবং স্ত্রীর কান্না দেখে বেতাজ বাদশার চোখে এল জল। মুখ ঘুরিয়ে নিজের চোখের জল মুছে স্ত্রীর আঙুল ছুঁয়ে শেখ শাহজাহান বললেন আল্লাহর কাছে দোয়া করো। তারপর রুমাল দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলেন। মঙ্গলবার বসিরহাট আদালত চত্বরের বাইরে অন্য শাহজাহানকে দেখল সকলে। শাহজাহানের এক ভাই শেখ আলমগীর গ্রেপ্তার হয়েছে। একই সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছে শাহজাহানের দুই সাকরেদ শিবপ্রসাদ হাজরা ও দিদার বক্স মোল্লা। মঙ্গলবার শেখ শাহজাহান সহ আলমগীর, শিবু ,মাফুজা মোল্লা, জিয়াউদ্দিন ও দিদার সহ ১২ জনকে আদালতে পেশ করা হয়। কিন্তু আদালতের এক কর্মীর মৃত্যু হওয়ায় শুনানি প্রক্রিয়া হয়নি এদিন। তাই আবার ৭ মে শাহজাহানদের হাজির করা হবে আদালতে। মঙ্গলবার আদালত থেকে শাহজাহানকে যখন পুলিশের প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছিল সেই সময় তার মেয়ে 'আব্বু' বলে ডেকে ওঠে। শাহজাহান মুখ ফিরিয়ে তাকায় মেয়ের দিকে। এরপর মাথা নেড়ে সে ঠিক আছে তা বুঝিয়ে উঠে পড়ে পুলিশের গাড়িতে। গাড়ির জানালার পাশে ঠিক ততক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন শাহজাহানের স্ত্রী তসলিমা বিবি। ইতিমধ্যে তাকে তদন্তকারী অফিসারদের নির্দেশে একাধিকবার হাজিরা দিতে হয়েছে। আকাশি রং এর জামা এবং ট্রাউজার পরিহিত থমথমে মুখে স্ত্রীকে সাজান বলে ওঠেন নিজের খেয়াল রাখবে। প্রিজন এর জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল শাহজাহানের স্ত্রী - কন্যা সহ পরিবারের অন্যান্যরা। সকলেই শাহজাহানকে তার শরীরের খেয়াল রাখার জন্য পরামর্শ দিতে শোনা যায়। শাহজাহানকে পুলিশ ভ্যান এর জানলার ফাঁক দিয়ে স্ত্রীর আঙ্গুল ধরতে দেখা যায়। স্ত্রীর কান্না দেখে শাহজাহান নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন আল্লাহর কাছে দোয়া করো।

গরমে ধান কাটতে মাঠ বিমুখ শ্রমিকরা, তাই আধুনিক যন্ত্রেই ভরসা কৃষকদের

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্বলছে গোটা বাংলা। এমন পরিস্থিতিতে মাঠে কৃষি জমির ধান কাটতে মুখ ফেরাচ্ছেন শ্রমিকরা। তবে এবার কৃষিতে শ্রমিক সংকট নিরসনে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ধান কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াইয়ের দিকে ঝুঁকছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা। উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র কৃষকরা মেশিনের সাহায্যে ধান কাটার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এতে তাদের খরচ কম পড়ছে এবং শ্রমিক সংকটের সমাধান হচ্ছে। কৃষকরা বলছেন এক বিঘা জমিতে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটা, বাঁধা ঝাড়াই করতে পাঁচ হাজার টাকা মজুরি চাইছে। অথচ মেশিনের সাহায্যে ধান কাটতে মাত্র খরচ হচ্ছে ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা। তবে মেশিনের সাহায্যে ধান কাটলে বিচুলি পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও মেশিনে ধান কেটে লাভের মুখ দেখছেন কৃষকরা।

অনেক সময় বরো ধান কাটার সময় কালবৈশাখী ঝড় আসে। অকাল ঝড় বৃষ্টিতে জমির ধান ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পর কৃষকরা এমনিতেই হতাশ হয়ে পড়ে। তার উপর এবার ধান কাটার শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি হওয়ার বেকায়দায় পড়েছে কৃষকরা। তবে ধান কাটতে আর খুব বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না। এবার মেশিনের মাধ্যমেই কাটা হচ্ছে ধান পাশাপাশি ধান ঝাড়াই ও হচ্ছে মেশিনেই। এর ফলে খুশি চাষী কূল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বনগাঁ থেকে বসিরহাটের সীমান্ত সহ সুন্দরবন এলাকার কৃষকরা প্রবল দাবদাহে ধান কাটার শ্রমিক নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অনেকেই ধান কাটতে অনিহা প্রকাশ করে ক্ষেতেই পাকা ধান ফেলে রেখেছে। কেউ কেউ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে নিজেই জমিতে নেমে ধান কাটছে। এমতাবস্থায় হতাশ না হয়ে শ্রমিক সংকটের কৃষকদেরকে অল্প খরচে ও কম সময়ে ধান কাটার এই আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে মাত্র ২০ মিনিটে এক বিঘা জমির ধান কেটে ঝাড়াই করা সম্ভব হচ্ছে। এমন আধুনিক যন্ত্রে এবার সমগ্র উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চাষীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে অল্প সময়ে অল্প ব্যয় মাঠের ফসল অনায়াসে ঘরে তুলতে পারছে। একদিকে বিভিন্ন সাইক্লোনের ফলে মাঠের ফসল মাঠেই নষ্ট হতো। অন্যদিকে দিনের পর দিন চাষি কুল দেনায় জর্জরিত হত। উন্নত প্রযুক্তির এই যন্ত্রের মাধ্যমে সেই সমস্যা যে অচিরেই দূর হতে পারে। জেলার উপকৃষি অধিকর্তা নারায়ণ শিকদার বলেন কৃষকরা কাস্টমার হায়ারিং সেন্টার থেকে ধান কাটার মেশিন ভাড়া নিয়ে ধান কাটতে পারবেন, কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে। কোন ফারমার্স প্রডিউসার কোম্পানি বা ফার্মাস কোদুকে অর্গানিজেশন তারা এই মেশিন ভর্তুকিতে কিনতে পারেন।

ফের তৃণমূলের কোর কমিটিতে কাজল শেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের উন্নত ঐক্যবদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে আজ হাঁসনে জনসভা। এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ সহ তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। এদিনবীরভূম সফরে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটি সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করেন কাজল শেখ কে। কেষ্টহীন বীরভূমে লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের কাজল সেখের গুরুত্ব বাড়ল। এ নিয়ে সাংবাদিকদের কাজল শেখ জানান, মুখ্যমন্ত্রী যে দায়িত্ব দিবেন সেই দায়িত্বই সততার সঙ্গে পালন করবেন। তার দাবি বীরভূম এবং বোলপুরে তিন লক্ষের বেশি ভোটে জিতবেন তৃণমূল প্রার্থীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পদ্মা নদীতে সাঁতার শিখতে গিয়ে তলিয়ে গেল যুবক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: পদ্মা নদীতে সাঁতার শিখতে গিয়ে তলিয়ে গেল এক যুবক ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার বামনাবাদ পদ্মা নদীতে মঙ্গলবার দুপুরে সাঁতার শিখতে পদ্মা নদীতে নামেন সেই সময় হঠাৎই তলিয়ে যায় নদীর জলে।নিখোঁজ যুবকের নাম আলী রিয়াজ শেখ তার বাড়ি সাগরপাড়া থানার খয়েরতলা এলাকায় তবে ওই যুবক প্রত্যেক দিনের মতো এদিনও সাঁতার শেখার জন্য নেমেছিল পদ্মা নদীতে আর তারপরেই সে তলিয়ে যায় বলে খবর। যদিও ওই যুবকে খোঁজে স্থানীয় মানুষজন প্রায় দুই ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করার পরে নিখোঁজ যুবককে উদ্ধার করে সাগর পাড়া প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনায ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায় ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

তীব্র গরমে যাত্রীদের জলসত্রের ব্যবস্থা করল রায়দিঘী থানার পুলিশ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: বৈশাখের তীব্র তাপদহে ভুগছে বাংলা। আর এই গরমে সাধারণ মানুষের তৃষ্ণা নিবারণে এগিয়ে এলো পুলিশ। প্রশাসনের কাজের পাশাপাশি সামাজিক কাজে ও এগিয়ে এলো তাঁরা। জল দান, জীবন দান। এই তীব্র তাপপ্রবাহে পথ চলতি মানুষের মাঝে রায়দিঘী থানার উদ্যোগে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং বাতাসা বিতরণ করা হল মঙ্গলবার দুপুরে। এইদিন তীব্র তাপ প্রবাহের কারণে সুন্দরবন পুলিশ জেলার নির্দেশে রায়দিঘী থানার আইসি দেবর্ষি সিনহার তত্ত্বাবধানে কাশিনগর বাজারে পথচারী, টোটো চালক, অটো চালক সহ বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে পানীয় জল বিতরণ করা হয়। সুন্দরবন পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি কৌস্তবতীর্থ আচার্য, রায়দিঘী থানার আইসি দেবর্ষি সিনহা, রায়দিঘী থানার এস আই রাহুল রায় সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল, বাতাসা বিতরণ করা হয়,এবং তীব্র তাপ প্রবাহ কালে কি করনীয় তা সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়।গরমে পথ চলতি মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে এক ফোঁটা জলের কারণে, তাই রায়দিঘী থানার আইসি দেবর্ষি সিনহার তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবার থেকে কাশিনগর বাজার এলাকায় পানীয় জল এবং বাতাসা বিতরণ করা হয়।এই ব্যবস্থা রায়দীঘি থানার বিভিন্ন জনবহুল মোড়ে করা হবে আগামী কয়েক দিন বলে জানা গেল।

হজযাত্রীদের টীকাকরণ শিবির শুরু

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম হজ। সেই উদ্দেশ্যে আরব দেশের মক্কা নগরীতে উপস্থিত হতে হয় বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে। চলতি বছর কলকাতা থেকে হজের প্রথম উড়ান রওনা দেওয়ার সম্ভাব্য তারিখ আগামী ১১ মে।হজ যাত্রীদের পরিষেবায় রাজ্য হজ কমিটি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ পরিচালনা করে চলেছে। চলতি বছর বাংলার হজ যাত্রীদের ট্রেনিং জেলাওয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি টীকাকরণ কর্মসূচি চলছে রাজ্যজুড়ে। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে হজ বিষয়ে আলোকপাত করেন হজ কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য তথা রাজারহাট নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের অন্যতম পীরজাদা হাজী একেএম ফারহাদ। তিনি বলেন, বাংলার শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় হাজীদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বাংলা তথা দেশের সামগ্রিক কল্যাণে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়ায় আর্জি রাখেন তিনি। পাশাপাশি বলেন,পরিবর্তনের পর রাজ্যের হাজীদের পরিষেবায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে হজ অপারেশন সম্পন্ন হচ্ছে। হাজীদের পরিষেবায় কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সহ সকল পদাধিকারী ও নেতৃত্বরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যেমন হাজীদের পরিষেবা সঠিকভাবে পালন করা হয় ঠিক তেমনি গঙ্গাসাগরেও পূণ্যার্থীদের পরিষেবা সচল রেখে চলেছে।মা মাটি মানুষের সরকারের জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড যেভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তার জন্যই বাংলার মানুষ খুশি।

ঈশা খানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অভিষেক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে বৈষ্ণবনগরে জনসভা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে সভা করে ৪টে নাগাদ দক্ষিণ মালদা লোকসভার বৈষ্ণবনগর বিধানসভার আইটিআই কলেজ সংলগ্ন মাঠে জনসভায় হাজির হন। সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মালদহ দক্ষিণ থেকে যিনি সাংসদ ছিলেন তিনি জনগণের কল্যাণে একটি প্রশ্নও করেননি সংসদে। এই এলাকার উন্নয়নের জন্য ১০ পয়সা আনেননি। তিনি রাজ্য সরকারের সাথে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। কোভিডের কঠিন সময়ে জনগণের জন্য কাজ করার জন্য কোনও আগ্রহ দেখাননি। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর, মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন, বিধায়ক চন্দনা সরকার, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি বিশ্বজিৎ মন্ডল প্রমুখ।

প্রথম নজর

বিশ্ববাজারে কমল জ্বালানি তেলের দাম

আপনজন ডেস্ক: হামলা-পাল্টা হামলার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান-ইসরায়েলের সাম্প্রতিক উত্তেজনা কিছুটা কমেছে। নতুন করে যুদ্ধ শুরুর ঝুঁকি না বাড়ায় নিম্নমুখী হয়েছে জ্বালানি তেলের দাম। আন্তর্জাতিক বাজারে গতকাল অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কমেছে ১ শতাংশেরও বেশি।
এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সোমবার (২২ এপ্রিল) অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম আগের দিনের তুলনায় শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ বা ২৯ সেন্ট কমেছে। এদিন প্রতি ব্যারেল কেনাবেচা হয়েছে ৮৭ ডলারে।
অন্যদিকে, ইউএস ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই) দাম ২৯ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৫ শতাংশ কমেছে। বাজারে এই তেল প্রতি ব্যারেল কেনাবেচা হয় ৮২ ডলার ৮৫ সেন্টে।
এব্যাপারে বিশ্বখ্যাত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইজি মার্কেটের বিশ্লেষক ইয়েপ জুন বলেন, ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিক্রিয়া কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম কমেছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুদ বর্তমানে বিক্রির ওপর চাপ বাড়িয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
গত সপ্তাহের এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডাটা থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুদ ২৭ লাখ ব্যারেল বেড়েছে, যা বিশ্লেষকদের ১৪ লাখ ব্যারেল বৃদ্ধির পূর্বাভাসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।
এদিকে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন ও ইসরাইলের জন্য বড় অঙ্কের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ পাস করেছে। ফলে ইরানের জ্বালানি তেল উৎপাদনের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরও প্রসারিত হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এমনটা হলে ইরানের জ্বালানি তেল উত্তোলন বাধাগ্রস্ত হবে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে আন্তর্জাতিক তেলের বাজারেও।

ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভে উত্তাল মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান ইসরায়েলি বাহিনীর পৈশাচিক গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।
এদিকে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ দমনে চলছে গণগ্রেফতার।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষার্থীরা গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন। প্রথমে কলম্বিয়া ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল হয়ে উঠে। সেখানে হস্তক্ষেপ করে পুলিশ।
ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশকিছু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাতিল হয় সশরীরে ক্লাস। সেখান থেকেও ১০০ জনের বেশি জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ খবর দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসেন।
এর মধ্যে সোমবার রাতে পুলিশ নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দমাতে যায়। সেখানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। এ সময় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এতে উত্তেজনা আরো বাড়ে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বার্কলে, এমআইটিসহ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিক্ষোভ চলছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিতর্ক চলছিল। তখন থেকে দুটি পক্ষ সক্রিয় হয়ে উঠে।
একটি পক্ষ গাজা যুদ্ধকে অনৈতিক দাবি করে গণহত্যা বন্ধে কর্মসূচি পালন শুরু করে। তারা ইহুদিবিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখে। সোমবার ক্যাম্পাসগুলোতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে এ সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তিনি দুই পক্ষর কাজই নিন্দনীয় মনে করেন।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশকে শহরের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ডাকা হয়েছিল। সেখান থেকে ১০০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর প্রতিবাদটি সামগ্রিক রূপ পায়। এদিকে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের যুদ্ধ ২০০তম দিনে গড়িয়েছে। এরইমধ্যে ইসরায়েলি হামলায় ৩৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৭৭ হাজারের বেশি মানুষ।
বাস্তুচ্যুত হয়ে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন লাখ লাখ ফিলিস্তিনি। এত প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ সত্ত্বেও গাজায় হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল।
বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জোরালো হলেও তা বন্ধের কোনো দৃশ্যমান কোনো লক্ষণ নেই।

ফের আগ্রাসনের চেষ্টা করলে ইসরায়েলকে শক্তিশালী জবাবের হুঁশিয়ার ইরানের

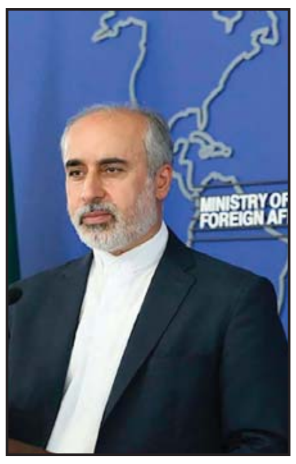

আপনজন ডেস্ক: আরেকটি আগ্রাসনের চেষ্টা করলে ইসরায়েলকে শক্তিশালী জবাবের হুঁশিয়ার দিল ইরান।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানয়ানি বলেছেন, ইসরায়েল যদি ইরানের ওপরে কিংবা তার স্বার্থের বিরুদ্ধে আর কোনও ধরনের আগ্রাসন চালানোর চেষ্টা করে তাহলে আরও শক্তিশালী জবাব দেওয়া হবে। সোমবার সাপ্তাহিক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।
নাসের কানয়ানি বলেন, “আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ইসরায়েল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে আমাদের কূটনৈতিক স্থাপনায় যে আগ্রাসন চালিয়েছিল তার বৈধ এবং চরম জবাব দিয়েছি। ফের যদি ইসরায়েল কোনও ধরনের ভুল করে তাহলে ইরানের জবাব হবে আরও বেশি কঠোর।”
গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েল। ওই হামলায় ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ডস কর্পসের কুদস ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা জাহেদি, তার ডেপুটি জেনারেল মোহাম্মদ হাদি হাজি রাহিমি ছাড়াও আরও পাঁচজন সহকারী অফিসার নিহত হন। এর প্রতিশোধ হিসেবে গত ১৩ এপ্রিল দিবাগত রাতে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের সিরিজ হামলা চালায় ইরান। ‘ট্রু প্রমিজ’ নামের প্রতিশোধমূলক ওই হামলায় অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডজুড়ে অবস্থিত ইসরায়েলি সামরিক স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে দাবি তেহরানের। এদিকে, ইরানের পক্ষ থেকে ওই প্রতিশোধমূলক হামলার পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন তেহরানের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে তাকে আগ্রাসীদের জন্য পুরস্কার বলে উল্লেখ করেন নাসের কানয়ানি। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ইরান তার বৈধ অধিকার হিসেবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালিয়েছে, আর তার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন তেহরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে- এটি বিস্ময়কর ব্যাপার। অথচ গাজায় অবর্ণনীয় বর্বরতা চালালেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইইউ’র নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যা বলল ইরান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে হামলার পর ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দেশটি। মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বিবৃতিতে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাইয়ান বলেন, ‘ইরানের বিরুদ্ধে আরো বেআইনি নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বিষয়টি দুঃখজনক।’ তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, ইরান ইসরায়েলের আগ্রাসনের মুখে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করেছে। তাই ইসরায়েলকে সন্তুষ্ট করতে যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ অনুসরণ করা ইইউর উচিত হবে না।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, ‘ইসরায়েল বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধ, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে ইইউর প্রতিক্রিয়া ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়।’ ১ এপ্রিল সিরিয়ায় ইরান কনস্যুলেটে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এর জবাবে ১৪ এপ্রিল ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে তিন শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে তেহরান। ওই ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের ৯৯ শতাংশ ঠেকিয়ে দেওয়ার দাবি করে ইসরায়েলি বাহিনী। এর কয়েক দিন বাদেই শুক্রবার ভোররাতে ইরানের ইস্পাহান শহরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েল। এরই মধ্যে ইরানের সামরিক শক্তির লাগাম টানতে চলমান নিষেধাজ্ঞা আরো সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। শিগগিরই এ কার্যক্রম শুরুর অঙ্গীকারও করা হয়।

দুঃসংবাদ দিল ওমান, সতর্কতা জারি

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে রেকর্ড বৃষ্টিপাতের পর বর্তমানে চলছে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। এরই মধ্যে ফের আবহাওয়া নিয়ে দুঃসংবাদ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
জানা গেছে, মঙ্গলবার থেকে ফের শিলাবৃষ্টিসহ ভারী বর্ষণ হতে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছে ওমানের ন্যাশনাল মাল্টি হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং সেন্টার।
সিভিল এভিয়েশনের জারি করা ওয়েদার রিপোর্টে কয়েকটি অঞ্চলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মাস্কাট, আল বুরাইমি, উত্তর ও দক্ষিণ আল বাতিনাহ, আদ দাহিরাহ, আল দাখিলিয়াহ, উত্তর ও দক্ষিণ আল শারকিয়াহ এবং মুসান্দাম ব্যাপক মাত্রায় আক্রান্ত হতে যাচ্ছে।
এসময় ওমানের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০ থেকে ৩০ মিলিমিটারের বজ্রসহ বৃষ্টি, বজ্রঝড় এবং এর ফলে তৈরি প্লাবন জনজীবনে ফের ভোগান্তি বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে পূর্বাভাস অনুযায়ী, এবারের বৈরী আবহাওয়া স্থায়ী হতে পারে ৩ দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।
প্রবাসী ও নাগরিকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, এবারও গত সপ্তাহের মত নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ওয়াদিতে থাকবে তীব্র পানির স্রোত। সতর্ক না থাকলে যা প্রাণহানির কারণ হয়ে উঠতে পারে।
এর আগে, গেল সপ্তাহের রোববার থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিপাত ও পরবর্তী বন্যায় ওমানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি রেকর্ড করা হয়।
প্রবাসী বাংলাদেশি, কোমলমতি স্কুলশিক্ষার্থীসহ ২১ জনের মৃত্যু হয়। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তাঘাট, বাসাবাড়ির- যা সংস্কারে এখনো কাজ চলমান রয়েছে।

গাজার খান ইউনিস শহরের গণকবরে ৩০০ লাশ: কারো হাত-পা বাঁধা ও গলায় ফাঁসির চিহ্ন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার খান ইউনিস শহরের একটি হাসপাতালে একটি গণকবর থেকে এখন পর্যন্ত ৩০০টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২২ এপ্রিল) ফিলিস্তিনি বেসরকারি প্রতিরক্ষা বিভাগ এসব তথ্য জানিয়েছে। খবর সিএনএনের। এর আগে গত রবিবার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছিল, খান ইউনিস শহরের একটি হাসপাতালে একটি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে।
খান ইউনিসের বেসরকারি প্রতিরক্ষা বিভাগের পরিচালক কর্নেল ইয়ামেন আবু সুলেমান সিএনএনকে বলেছেন, গত শনিবার নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে একটি গণকবরের সন্ধান পেয়েছেন তারা। গতকাল সোমবার আরো ৭৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ২৮৩ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বেশ কয়েকটি লাশ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে কাউকে মাঠেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তাদের জীবিত কবর দেওয়া হয়েছিল নাকি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তা আমরা এখনো জানি না। বেশির ভাগ লাশই পচে গেছে।
রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী একজন জানিয়েছে, অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে জানুয়ারিতে হাসপাতালের মাঠে নিহতের পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ কবর দিয়েছিল।
ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের পর যখন তারা ফিরে আসে, তখন তারা দেখতে পায় যে মৃতদেহগুলো উত্তোলন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে একজন ব্যক্তি সিএনএনকে বলেছেন, তিনি এখনো তার ২১ বছর বয়সী ছেলের লাশ খুঁজে পাননি, যাকে জানুয়ারিতে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি বলেন,‘আমি এখনো তাকে খুঁজে পাইনি। আমরা তাকে সেখানে কবর দিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা নতুন করে ভালো একটি কবর বানাতে চেয়েছিলাম।’
এর আগে খান ইউনিস বেসরকারি প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র এবং এই অনুসন্ধান মিশনের প্রধান রায়েদ সাকার সিএনএনকে বলেছিলেন, গত ৭ এপ্রিল ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের পর তারা আরো ৪০০ নিখোঁজ মানুষের লাশের সন্ধান করছেন। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছিল, শহরটিতে সামরিক অভিযানের পর ৭ এপ্রিল ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করা হয়। এরপর মৃতদেহগুলো পাওয়া যায়। গণকবরে থাকা দেহগুলোর অধিকাংশই নারী ও শিশুদের বলে জানিয়েছে তারা।
এ ছাড়া গণমাধ্যমটির মতে, খান ইউনিসের ওপর ইসরায়েলি আক্রমণের পর প্রায় ৫০০ জন নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় একটি মারাত্মক সামরিক অভিযান চালাচ্ছে। সেই হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়।
হামলার জবাবে ইসরায়েলি অভিযানে গাজায় ৩৪ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৭৬ হাজার ৮০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।
অঞ্চলটিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব দেখা দিয়েছে।
জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলি যুদ্ধ গাজার ৮৫ শতাংশ বাসিন্দাকে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।
পাশাপাশি অঞ্চলের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ছাড়া ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত রয়েছে। জানুয়ারিতে একটি অন্তর্বর্তী রায়ে তাদের গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে এবং গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

৩৫ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিশিয়ায় ১৯ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে জিবুতি উপকূলে একটি নৌকা ডুবে আরো ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ দুটি ঘটনায় মোট ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এ নিয়ে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে তিউনিসিয়া উপকূলে প্রায় ২০০ অভিবাসী প্রত্যাশীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলো। তিউনিসিয়ার কোস্টগার্ড জানিয়েছে, ১৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তারা ইউরোপের দেশ ইতালি যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। অন্যদিকে জিবুতি উপকূলে নৌকাডুবে ১৬ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি ২৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ৭৭ জন যাত্রী নিয়ে নৌকাটি জিবুতি উপকূলে ডুবে যায়। নৌকাটিতে শিশুও ছিল।
২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মৃত্যুর সংখ্যা ২০ শতাংশ বেড়েছে।
২০২৩ সালে বিশ্বের বিভিন্ন রুটে অন্তত আট হাজার ৫৬৫ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ।

মালয়েশিয়ায় নৌবাহিনীর দুই হেলিকপ্টারের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ায় নৌবাহিনীর দুটি হেলিকপ্টারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভির একটি অনুষ্ঠানের মহড়ার সময় মাঝ-আকাশে দুই হেলিকপ্টারের মধ্যে এই সংঘর্ষ ঘটে। পেরাকের লুমুতে রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভি ঘাঁটির কাছে মহড়ার জন্য হেলিকপ্টার উড্ডয়নের পরই এদের মধ্যে দুটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৫ মি.

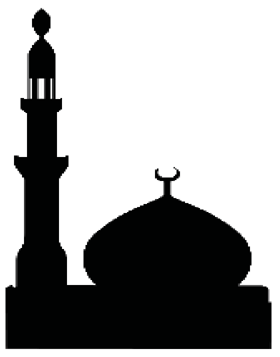

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৪	৫.০৮
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৫	
এশা	৭.১৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

এক রাতেই ৮০ বার কাঁপল তাইওয়ান!

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ানে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ৮০ বারের বেশি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সোমবার (২২ এপ্রিল) স্থানীয় সময় রাত থেকে মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) ভোররাত পর্যন্ত তাইওয়ানের পূর্ব উপকূলে এই সিরিজ ভূকম্পন অনুভূত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পনটি ছিল ৬ দশমিক ৩ মাত্রার।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, একের পর এক আঘাত হানা এসব ভূমিকম্পের কয়েকটি আবার রাজধানী তাইপেইর ভবনগুলোতেও কম্পন সৃষ্টি করে।

পাকিস্তানের ওপর চটেছে বাইডেন প্রশাসন, নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি

আপনজন ডেস্ক: তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বর্তমানে প্রতিবেশি দেশ পাকিস্তানে অবস্থান করছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। এরইমধ্যে দুই দেশের সম্পর্ক ও বাণিজ্য জোরদারে বিভিন্ন ইস্যুতে আটটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইসলামাবাদ ও তেহরান। তবে মুসলিম বিশ্বের শক্তিধর এই দুই দেশের এমন উষ্ণ সম্পর্ক ভালোভাবে নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি ইরানের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি সই করায় পাকিস্তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে ওয়াশিংটন।
মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের নাম উল্লেখ না করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র বলেছেন, ইরানের সঙ্গে কোনো দেশ ব্যবসায়িক চুক্তি করার আগে তাদের মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।
ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইসলামাবাদের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে এই মুখপাত্র বলেছেন, পাকিস্তানের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার ও দেশটিতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগকারী দেশ হল যুক্তরাষ্ট্র। আমরা গত ২০ বছর ধরে পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগকারী। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সাফল্যের সঙ্গে আমাদের দুই দেশের স্বার্থ জড়িত। আমরা আমাদের এই অংশীদারত্ব অব্যাহত রাখব।

ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর রকেট হামলা

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে একটি সামরিক ঘাঁটিতে বড় আকারে রকেট হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। দক্ষিণ লেবাননের গ্রাম লক্ষ্য করে ইসরায়েলি হামলার জবাবে উত্তর ইসরায়েলের সেনা সদর দফতর লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর ইসরায়েলের একটি সেনা সদর দফতর লক্ষ্য করে কয়েক ডজন কাতিউশা রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে খোদ হিজবুল্লাহ। তারা বলছে, দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন গ্রাম লক্ষ্য করে ইসরায়েলের হামলার জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। এ হামলা প্রসঙ্গে হিজবুল্লাহ এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা উত্তর ইসরায়েলের আইন জেইটিম ঘাঁটিতে ৯১ তম ডিভিশনের তৃতীয় পদাতিক ব্রিগেডের সদর দপ্তরে বেশ কয়েকটি কাতিউশা রকেট দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। সম্প্রতি শ্রীফা, ওদাইসেহ এবং রাব তলাতিনে হামলাসহ লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম এবং বেসামরিক বাড়িঘরে ইসরায়েলি আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় এই হামলা চালানো হয়েছে।
গতকাল সোমবার (২২ এপ্রিল) ওই তিনটি গ্রামে ইসরায়েলি হামলার খবর দিয়েছে লেবাননের সরকারি ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সিও (এনএনএ)।

২০১৬ সালের নির্বাচনে দুর্নীতি করেছিলেন ট্রাম্প: প্রসিকিউটর

আপনজন ডেস্ক: যৌন সম্পর্কের কথা গোপন রাখতে পর্ণ তারকাকে ঘুষ দেওয়ার ঘটনায় আইন ভঙ্গ ও ২০১৬ সালের নির্বাচনে দুর্নীতি করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
সোমবার (২২ এপ্রিল) ঘুষ কেলেঙ্কারির ওই ঘটনায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারির মামলার বিচারের শুনানির প্রথম দিন এ কথা বলেন নিউইয়র্কের প্রসিকিউটররা।
এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা ফৌজদারি মামলায় গত ১৫ এপ্রিল থেকে বিচারকাজ শুরু হয়েছে নিউইয়র্কের আদালতে। সেদিন আদালতে হাজিরও হন তিনি।
তিনিই প্রথম কোনো সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি ফৌজদারি মামলায় বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন।
নিউইয়র্কের আদালতে শুরু হওয়া ঐতিহাসিক এ মামলার বিচারে গতকাল সোমবার জুরিবোর্ডের সামনে প্রাথমিক আইনি যুক্তিতর্কে (ওপেনিং স্টেটমেন্ট) একজন আইনজীবী বলেন, ‘এটি ছিল নির্বাচনী জালিয়াতি; একেবারে নির্ভেজাল ও সোজাসাপটা।’
তবে ট্রাম্পের পক্ষ সমর্থন করে তার আইনজীবী বলেন, সাবেক এই প্রেসিডেন্ট কোনো অপরাধ করেননি এবং তিনি যা করেছেন, সেটি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার কোনো অবৈধ চেষ্টা ছিল না। তিনি নির্দোষ।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১১১ সংখ্যা, ১১ বৈশাখ ১৪৩১, ১৪ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

প্রতিকার কোথায়

উন্নয়নশীল বিশ্বে সচরাচর সমস্যার অন্ত থাকে না। বিশেষত যেই সকল দেশ শত বত্সরের গণ্ডি পার করিতে পারে নাই তথা অপেক্ষাকৃত নবীন রাষ্ট্র, সেই সকল দেশে বহু ক্ষেত্রেই যেন একশ্রেণির-গোষ্ঠীর রামরাজত্ব তৈরি হইয়া যায়। তাহাদের দৌরাত্ম্যের কারণেই সমস্যার স্তূপ চাপিয়া বসে রাষ্ট্রের ঘাড়ে এবং যাহার ফল শেষ পর্যন্ত জনগণকেই ভোগ করিতে হয়। রাষ্ট্রকে তাহারা মাস্তানি, চাঁদাবাজি, অন্যায়-অপরাধ, দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত করিয়া তোলে। অবস্থা এতটাই বেগতিক, অস্বস্তিকর পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, তাহা ঘুম কাড়িয়া লয় মানুষের। লুটপাট, অর্থ তছরূপ উন্নয়নশীল দেশে যেন মামুলি বিষয়! কারণে-অকারণে কথার বাণে জর্জরিত করিবার পাশাপাশি রাজনীতিবিদদের একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার প্রতিযোগিতাও এইখানে নিত্যদিনকার চিত্র। ইহার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সর্বত্র অব্যবস্থাপনার চিত্রই প্রকটভাবে চোখে পড়ে। ইহা হইতে উত্তরণের পথও যেন সংকুচিত করিয়া দেওয়া হয়।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে, এইখানে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িতেছে। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে তাহাদের অবস্থা যেমন ছিল, এখনো অনেকের অবস্থার ইতরবিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। সময় গড়াইয়াছে বেশ খানিকটা, তথাপি তাহাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটে নাই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায়। এখনো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকোপে হা-হুতাশ করা বন্ধ হয় নাই অনেক দেশের মানুষের। সিন্ডিকেট করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হয়। অসাধু ব্যাবসায়িক গোষ্ঠীর কবজায় থাকা দেশের বাজারে পণ্যমূল্য উঠানামা করে তাহাদের খেয়ালখুশিমতো। ইহার শেষ কোথায়? একশ্রেণির লোকের অপকর্ম এবং অবাধ চুরিচামারির কারণেই যে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল বিশ্ব যাহাদের কারণে ক্রমশ খাদের কিনারায় নামিতেছে, কাহারা সেই গোষ্ঠী?

আমরা যদি উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, এই সকল স্থানেও প্রকাশ্যে 'চুরি' হইতেছে। বহু জায়গাতেই চেয়ারম্যান-মেম্বাররা আধাসামন্তবাদের মতো রাজত্ব করিতেছেন। নিজেদের মতো সাজাইয়া লইতেছেন সকল কিছু, নিজেদের প্রয়োজন ও ইচ্ছাই যেন তাহাদের আইন। টেন্ডার ও পার্সেজ হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন খাতে জনগণের অর্থ লুটপাট করিতেছে। ইহা দেখিবারও যেন কেউ নাই! তাহাদের অপকর্মকৃত অর্থের যেন একটি নির্দিষ্ট ভাগ যে স্থানীয় সরকারি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের পকেটেও যায়। কোথাও কোথাও জেলার শীর্ষ সরকারি আমলাও আর্থিক লেনদেনে জড়াইয়া পড়েন। এইভাবে রক্ষকের দায়িত্বে থাকা কেহ যদি ভক্ষক হয় তাহা হইলে প্রতিকারের পথটুকুও বন্ধ হইয়া যায়। যেইহেতু প্রতিকারের পথ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং উন্নয়নশীল বিশ্বে দুর্ভোগের সিলসিলার ইতি ঘটে না।

অনেক জনপদেই দুর্নীতি বাড়িতেছে হুহু করিয়া। ব্যাংকে লুটপাট চলিতেছে। বিদেশি ঋণের ভারে জর্জরিত হইতেছে দেশ। অথচ একটি পক্ষ ঠিকই ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠিতেছে। সর্বত্র যেন তাহাদেরই দৌরাত্ম্য। তাহাদের বেহায়াপনার কারণেই যে দেশ ও জাতির প্রভূত ক্ষতিসাধন হইতেছে। কাহার নিকট প্রতিকার চাইবে সাধারণ জনগণ? রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়া যাহারা রাষ্ট্রেরই শিকড় কাটিতেছে, তাহাদের পর্দা ফাঁস হইবে কীভাবে? কিন্তু নির্দিষ্ট দলের নহে, এই চিত্র প্রায় সকল দলের সকল জমানাতেই দেখা যায়। পুলিশ-প্রশাসনের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এবং ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষপর্যায়ের কোনো কোনো নেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও মদতে একটি বিশেষ গোষ্ঠী অন্যায়-অপরাধ, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার যে পরিবেশ তৈরি করে উন্নয়নশীল বিশ্বে, তাহার কি প্রতিকার হইবে না?

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ উত্তেজনায় কে জিতল, কে হারল

সবাইকে বিস্মিত করে ইসরায়েলের প্রতিশোধপর্বটা ছিল সীমিত। গত শুক্রবার ইসফাহানের সামরিক ঘাঁটির কাছে ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতে আকাশপথে যে হামলা চালানো হয়, ইরান সেটা ততটা পাত্তা দিতে নারাজ। বাইরে থেকে হামলার বিষয়টা তেহরান অস্বীকার করেছে। ইসরায়েলি মুখপত্ররা আর সব বিষয়ে অনর্গল বাক্যবর্ষণ করে চললেও এ ঘটনায় অদ্ভুতভাবে নীরব। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ঘটনাকে গুরুত্বহীন করে তুলতে দুই পক্ষের মধ্যে যেন একটা চুক্তি হয়েছে, যাতে ধীরে ধীরে উত্তেজনার পারদ এমনিতেই নিচে নেমে যায়। লিখেছেন **সিমন টিসডল**।

সবাইকে বিস্মিত করে ইসরায়েলের প্রতিশোধপর্বটা ছিল সীমিত। গত শুক্রবার ইসফাহানের সামরিক ঘাঁটির কাছে ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতে আকাশপথে যে হামলা চালানো হয়, ইরান সেটা ততটা পাত্তা দিতে নারাজ। বাইরে থেকে হামলার বিষয়টা তেহরান অস্বীকার করেছে।

ইসরায়েলি মুখপত্ররা আর সব বিষয়ে অনর্গল বাক্যবর্ষণ করে চললেও এ ঘটনায় অদ্ভুতভাবে নীরব। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ঘটনাকে গুরুত্বহীন করে তুলতে দুই পক্ষের মধ্যে যেন একটা চুক্তি হয়েছে, যাতে ধীরে ধীরে উত্তেজনার পারদ এমনিতেই নিচে নেমে যায়।

এটিকে উনিশ শতকের সেই চোরাগোপ্তা কোনো এক ডুয়েল লড়াইয়ের মতো মনে হচ্ছে; যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ব্রিটেনে কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে তৃণভূমির মধ্যে পরস্পরের দিকে অবৈধভাবে পিস্তল তাক করেছে। ইরান ও ইসরায়েল দুই দেশেরই মানমর্যাদা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে হবে, কিন্তু সেটা আবার করতে হবে জনগণের মধ্যে যেন আবার চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু না হয়, সেটা মাথায় রেখে।

দুই দেশই একে অন্যের দিকে সরাসরি হামলা করেছে। তাতে প্রতীকী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন তারা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে খেলা শেষ, অন্তত এবারের মতো।

এটা যদি সত্যি (যদিও সম্ভাবনাটা সাময়িক সময়ের জন্য) হয়, তাহলে সেটা অনেক বড় স্বস্তির বিষয়। এ ঘটনা এই ইঙ্গিত দেয় যে সংযত হতে ইসরায়েলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র চাপ (যুক্তরাজ্য ও অন্য দেশগুলোও তাতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে) কাজে এসেছে। গত সপ্তাহে ইসরায়েলে ইরানের অভূতপূর্ব ও বড় পরিসরে হামলার পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের প্রতি 'জয়টাকে ধরে রাখার' আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। বোঝা যাচ্ছে, এই বার্তার মর্মোদ্ধার সফলভাবেই করতে পেরেছে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের নেতৃত্ব কখনোই কোনো বিষয়ে পুরোপুরি ঐকমত্য হতে পারে না।

অবশ্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ডিএনএর মধ্যেই সংযমের বালাই নেই। সাবেক এই কমান্ডো ইরানের হামলার পর সহজাতভাবেই পাল্টা শক্তি দেখাতে চেয়েছিলেন। আর তাঁর কট্টর ডানপন্থী মিত্ররা যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ইসরায়েল যে মাপা পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে মানাতে পেরেছে। আর ইরানের ড্রোন ও মিসাইল হামলা থেকে ইসরায়েলকে সুরক্ষা দিতে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, সেটাও নেতানিয়াহুর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

অবশ্য এখানেই বিষয়টা মীমাংসা হয়ে গেল এটা ধরে নেওয়াটাও বোকামি হয়ে যাবে। রাজনৈতিক ও মতাদর্শিকভাবে গভীর বৈরিতা ইরান ও ইসরায়েল—এই দুই শত্রুকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রেখেছে।

দুই দেশের সরকারের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ বিভাজন রয়েছে, যা চরম অনিশ্চয়তা ও প্ররোচনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করছে। তারই একটা ভয়ানক নজির আমরা গত কয়েক দিনে দেখতে পেলাম। একেবারে মুখোমুখি যুদ্ধের প্যান্ডোরার বাক্সটি সরাসরি খুলে গিয়েছিল।

বছরের পর বছর ধরে দুটি দেশ যে ছায়াযুদ্ধ লড়ে যাচ্ছিল, সেই যুদ্ধ তারা সবার চোখের সামনে দিনের আলোয় নিয়ে এসেছিল। ইরান দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা ইসরায়েলের যেকোনো জায়গায়, যেকোনো সময়, প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক, হামলা

> **আবার ইসরায়েলের সামান্যতম উদ্‌যাপনের কোনো কারণ নেই। এটা ঠিক যে এবার ইসরায়েল ইরানের হামলা ঠেকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অজেয় বলে ইসরায়েলের যে সুখ্যাতি, সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ইসরায়েল অভেদ্য দুর্গ বলে যে মিথ, সেটা গুঁড়িয়ে গেছে। একইভাবে গাজায় এখনো হামাসের হাতে বন্দী ১৩০ পণবন্দী রয়ে গেছে। হামাস এখনো অপরাজেয়।**

চালাতে সক্ষম। আর ইসরায়েল দেখাল যে তারা যদি চায়, তাহলে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালাতে সক্ষম, পরেরবারের হামলা হবে আরও ভয়াবহ।

ইসরায়েল-ইরানের এ অচলাবস্থা ফিলিস্তিন সংঘাতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু ফিলিস্তিন সংকট নিরসনে কোনো ভূমিকা রাখছে না। আর ফিলিস্তিন সংকটে পশ্চিমাদের দোটানা অবস্থান আগের চেয়ে তীব্র হলো। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন একপেশে, দ্বিমুখী নীতির প্রতীক হয়ে উঠলেন। গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে তিনি প্রাণান্ত চেষ্টা করে চলেছেন, কিন্তু যুদ্ধবিরতির চেষ্টায় সমানভাবে ঢিলেমি করে যাচ্ছেন। ফলে তাঁর নীতি খুব সামান্যই সফলতার মুখ দেখছে।

এর একটা কারণ হতে পারে, ঋষি সুনাকের সরকার ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রির সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। আরেকটি কারণ হলো, ১ এপ্রিল দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে ইসরায়েলের বিমান হামলার (এই হামলায় ইরানের জ্যেষ্ঠ কয়েকজন কমান্ডার নিহত হন, ইসরায়েলে প্রতিশোধমূলক হামলা চালায় ইরান) নিন্দা জানাতে ক্যামেরন অস্বীকৃতি জানান।

জাতিসংঘ-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইরানের কনস্যুলেটে ইসরায়েলের হামলা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। গত সপ্তাহে ক্যামেরন অবশ্য স্বীকার করেছেন, যুক্তরাজ্যের কোনো দূতাবাসে এ ধরনের হামলা হলে তারা কঠোর ব্যবস্থা নিত।

কিন্তু তিনি কখনোই বলবেন না, ইসরায়েল অন্যায় করেছে। এ ধরনের ইসরায়েলপন্থী অবস্থান বেশির ভাগ পশ্চিমা দেশের সরকারগুলোর চারিত্রিক অবস্থান।

হারজিতের প্রশ্নটি বড় পরিসর থেকে বিবেচনা করা হলে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে গত সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহে ইউক্রেনীয়রাও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা আরেকটি পশ্চিমা ভণ্ডামির শিকার।

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কিয়েভ ন্যাটোর কাছে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও মিসাইল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের সেই চাওয়া বৃথা পর্যবসিত হয়েছে।

অথচ ইরান যখন ইসরায়েলে ড্রোন ও মিসাইল হামলা করল, তখন পশ্চিমা দেশগুলো তেল আবিবের সুরক্ষা দিতে কী না করেছে। ইরান ৩০০ ড্রোন ও মিসাইল ছুড়লেও প্রায় অক্ষত থাকে ইসরায়েল। অথচ প্রতি সপ্তাহে রাশিয়া সমানসংখ্যক ড্রোন ও মিসাইল হামলা করে ইউক্রেনে।

একইভাবে অবরুদ্ধ গাজাবাসীর হতাশা আরও প্রলম্বিত হলো এ-ই দেখে যে নেতানিয়াহুর প্রতি পশ্চিমা সমালোচনা রাতারাতি পাল্টে গেছে। পশ্চিমাদের এই সংহতির ঐকতানের জন্য ইরান অবশ্যই নেতানিয়াহুর ধন্যবাদ পেতে পারে। দাতা সংস্থাগুলো ফিলিস্তিন নিয়ে অব্যাহতভাবে সতর্ক করে যাচ্ছে যে সেখানে দুর্ভিক্ষ আসন্ন।

ইসরায়েলের হাতে ৬ মাসে ৩৪ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। রাফায় ভয়াবহ আগ্রাসন চোখরাঙানি দিচ্ছে। গাজা ও পশ্চিম তীরে কোনো বিজয়ী নেই, কেবল পরাজিত রয়েছেন।

ইরান দাবি করেছে, তারা খুব সফলভাবে দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে বোমাবর্ষণের শাস্তি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইরানের এই হামলাকে একটা পরাজয়ই বলা যায়। কেননা, এতে তাদের সামরিক সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হয়ে গেছে।

এ হামলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ইরান আরও একঘরে হয়ে গেছে, তেহরানের ঘাড়ে নতুন নিষেধাজ্ঞার বোঝা চেপেছে এবং ফিলিস্তিনিদের সুবিধা হয়—এমন কোনো কিছু করতে পারেনি ইরান। অবশ্য সেটা তাদের নেতারা তোয়াক্কা করেন না।

আবার ইসরায়েলের সামান্যতম উদ্‌যাপনের কোনো কারণ নেই। এটা ঠিক যে এবার ইসরায়েল ইরানের হামলা ঠেকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অজেয় বলে ইসরায়েলের যে সুখ্যাতি, সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ইসরায়েল অভেদ্য দুর্গ বলে যে মিথ, সেটা গুঁড়িয়ে গেছে। একইভাবে গাজায় এখনো হামাসের হাতে বন্দী ১৩০ পণবন্দী রয়ে গেছে। হামাস এখনো অপরাজেয়।

অনেকের কাছেই শক্তিশালী যুক্তি হলো, মধ্যপ্রাচ্যের মূল সংকট সমাধান করতে হলে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অবসান করতে হবে। এর জন্য অনেক বেশি কূটনৈতিক সময়, শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করা প্রয়োজন।

এই সংঘাত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বিষ ছড়াচ্ছে। এই সংঘাত পশ্চিমা নীতিকে ভারসাম্যহীন করে তুলছে। ইরানের মতো দুর্বৃত্ত খেলোয়াড়ের ক্ষমতা বাড়াচ্ছে।

সিমন টিসডল বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক ভাষ্যকার ও কলাম লেখক

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ

প্রতি বছর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কি?/১

প্রিন্স বিশ্বাস

গত কয়েক বছরের মতই এবছরও গ্রীষ্মের শুরু থেকেই রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে তাপপ্রবাহ। প্রতিবছরই দেখা যাচ্ছে দৈনিক তাপমাত্রার নতুন নতুন রেকর্ড তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? কি বা এর প্রতিকার? শৈশব থেকেই আমরা শুনে আসছি যে, অরণ্য হ্রাস, বৃক্ষছেদন ইত্যাদিই পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাত হ্রাসের মূল কারণ। কিন্তু কিভাবে উদ্ভিদের দ্বারা পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা বিস্তারিত ভাবে কোথাও সর্বসাধারণকে শেখানো হয় না বা মাধ্যমিকের পাঠক্রমে রাখাও হয় নি। আর এই মূল কারণ অজ্ঞাত থাকলে কিন্তু অরণ্য রক্ষা বা বৃক্ষরোপনের প্রতি মানুষের উৎসাহ বৃদ্ধি করা মুশকিল। তাই আসুন একটু জানতে চেষ্টা করি।

শুরুতেই জানতে হবে, এই উত্তাপের উৎস কি? আমাদের প্রিয় বাসভূমি পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিদিনের উত্তপ্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাপের মূল উৎস কিন্তু সৌরতাপ। তবে সূর্য থেকে আগত তাপ-তরঙ্গের পুরোটাই কিন্তু বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে না। পৃথিবীতে আগত সূর্যরশ্মির প্রায় 34% মেঘপুঞ্জ, ধুলিকণা দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। এই ফিরতি রশ্মি পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডলকে সরাসরি উত্তপ্ত করে না। সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে তাপশক্তি এসে পৌঁছায় তার শতকরা 19 ভাগ বায়ুমণ্ডল প্রত্যক্ষভাবে শোষণ করে নেয় এবং শতকরা 47 ভাগ ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় । অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীতে আগত তাপশক্তির শতকরা মোট 66 ভাগ তাপশক্তি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তোলে । একে কার্যকরী সৌর বিকিরণ (Effective Solar Radiation) বলে। অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ শতকরা 34 ভাগ তাপশক্তির 25 ভাগ মেঘপুঞ্জ থেকে, 7 ভাগ বায়ুমণ্ডল থেকে এবং 2 ভাগ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। সেই কারণেই ঐ 34 ভাগ সূর্যশক্তি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করতে পারে না। পৃথিবী থেকে সূর্যরশ্মির প্রত্যাবর্তনের এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে অ্যালবেডো বলে। অর্থাৎ পৃথিবীর গড় অ্যালবেডো হল 34% । এখন এই 66% তাপ যা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তার মোকাবিলার একমাত্র উপায় হল জল। জলের বাস্পীভবনে ঐ তাপকে খরচ করতে পারলেই ঐ তাপ বাস্পের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে উর্ধ্বাকাশে পৌঁছাবে এবং সেখানে শীতল বাতাসের সংস্পর্শে পৌঁছে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত রূপে আবার মাটিতে নেমে আসবে। অর্থাৎ জলের অনুগুলিই এক্ষেত্রে তাপের বাহক হিসাবে ঐ তাপকে বহন করে উপরের শীতল স্তরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। অভিকর্ষের বিরুদ্ধে বাস্পীয় কনাগুলির এই উর্ধ্বাগমনের জন্য অভিকর্ষের বিপক্ষে যে কার্য সম্পাদন করতে হয়, সেই কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও ঐ তাপ শক্তি থেকে রূপান্তরিত শক্তির মাধ্যমে সরবরাহ হয়। এই ঘটনা চক্রাকারে চলতে থাকে যুগ যুগ ধরে এবং এ ধরাধামও জীবের বসবাসের উপযুক্ত থাকে।

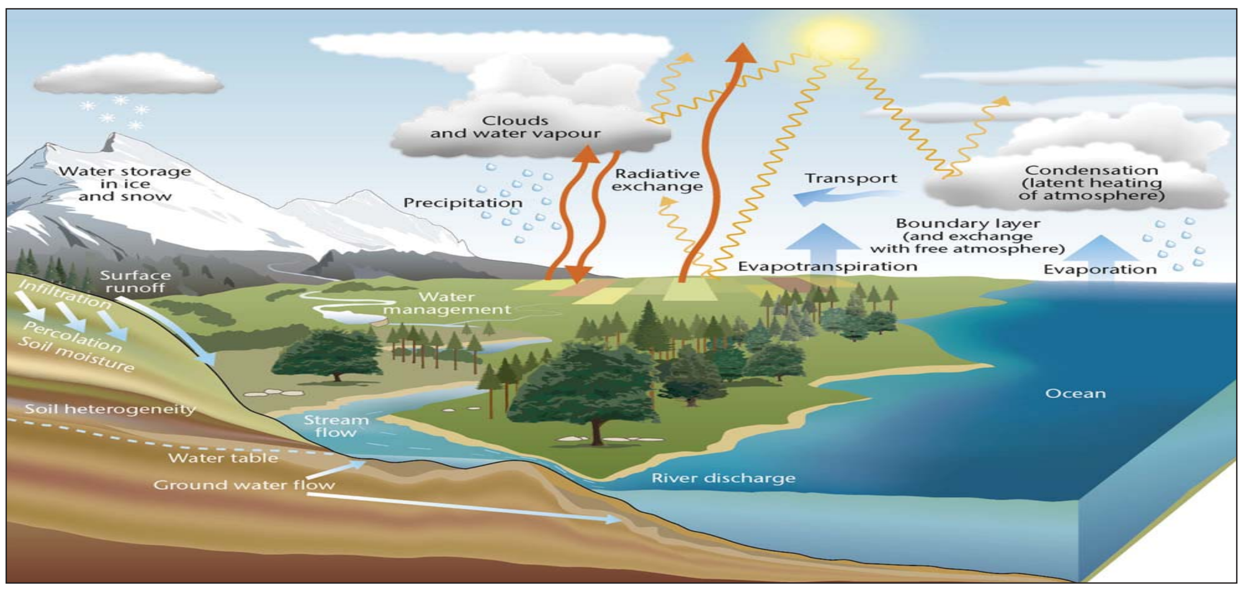

অতএব, স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে সৌরতাপকে প্রতিহত করতে হলে নিয়মিত হারে জলের বাস্পীভবনের প্রয়োজন। আবার জলকে সরাসরি সৌরতাপের দ্বারা বাস্পীভূত হতে হলে তা ভূ-পৃষ্ঠের উপরের স্তরে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। কারণ ভূ-গর্ভের বা ভূ-অভ্যন্তরের জলের উপর সাধারনত এই তাপের তেমন প্রভাব পড়ে না। এবং এই কারণেই শীতকালে নলকূলের জল গরম ও গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকে। এখন বৃষ্টির জল ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ নদী, নালা, পুকুরে জমা হলেও অধিকাংশ অংশই মাটিতে শোষিত হতে হতে কালক্রমে ভূ-গর্ভে পৌঁছে যায়। সেই জল ভূ-ত্বকের উপরি স্তরে অবস্থান না করার ফলে সরাসরি সৌরতাপ বা ভূ-পৃষ্ঠ দ্বারা শোষিত তাপের দ্বারা বাস্পীভূত হতে পারে না। একমাত্র উদ্ভিদের উপস্থিতিই ঐ বৃষ্টিপাত ঘটিত জলকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উপর দিকে টেনে রেখে উপরের মাটিকে সিক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারে। যার ফলে বৃষ্টির জলের পাতাল গমন রোধ হতে পারে।

কিন্তু কিভাবে উদ্ভিদ এই কাজে সফল হয়? এই কাজে উদ্ভিদের প্রধান অস্ত্র হল বাস্পমোচন। উদ্ভিদ তার শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য মূলরোমের মাধ্যমে দিবারাত্র মাটি থেকে জল শোষণ করে। আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল শরীর থেকে বাস্পাকারে বেরও করে দেয়। যা আর কোনো জীবের দ্বারা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, বাস্পমোচন হল উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজম নিয়ন্ত্রিত এমন এক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার মূল দ্বারা শোষিত জলের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত অংশ লেন্টিসেল, কিউটিকল, পত্ররন্ধ্র ইত্যাদি বায়বীয় অংশের মাধ্যমে দেহ থেকে বাস্পের আকারে বের করে দেয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উদ্ভিদ এই অতিরিক্ত জল শোষণই বা করে কেন আবার বাস্পমোচনই বা করে কেন? এতে তার নিজের কি লাভ? উদ্ভিদ কিন্তু শুধু জলের প্রয়োজনেই জল শোষন করে এমন নয়। বায়বীয় উপাদান ছাড়া তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সে একমাত্র এই জলীয় দ্রবন থেকেই সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় এই খনিজ লবন গুলি জলে খুবই অল্প পরিমানে থাকায়, নিজের প্রয়োজন মেটাতে প্রতিটি উদ্ভিদকেই (তার ইচ্ছা না থাকলেও) অনেক বেশি জল শোষণ করতে হয়। মূলরোম দ্বারা শোষিত জলের প্রায় 97% থেকে 99% ভাগই তার নিজের কাজে লাগে না। সেই জল থেকে শুধু প্রয়োজনীয় পুষ্টি-উপাদান টুকু সংগ্রহ করার পর সেই জলকে সে দেহ থেকে বের করে দেয়, নিজ শরীরকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে। ফলে দিবারাত্র এই বাস্পমোচনের জন্য পত্ররন্ধ্রে আগত জলকনা পরিবেশ থেকে লীনতাপ সংগ্রহ করে বাস্পীভূত হয় এবং পরিবেশের তাপ খরচ হয়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সাধারণ একটি পরিনত ফলযোগ্য আম গাছ, তার আকৃতি অনুযায়ী 350 লিটার থেকে 750 লিটার পর্যন্ত জল প্রতিদিন বাস্পীভুত করে। গড়ে হিসাবে ধরে নেওয়া যায় যে, প্রতিটি আম গাছ প্রতিদিন এক ট্যাঙ্ক (500 লিটার) জল বাস্পমোচন করে। আবার প্রতি গ্রাম জলকে বাস্পীভূত করতে 537 ক্যালোরী তাপের প্রয়োজন হয়। ফলে $500 \times 1000 \times 537 = 268500000$ ক্যালোরী বা 268500 কিলো ক্যালোরী তাপ পরিবেশ থেকে খরচ হয়ে যায় ঐ একটি আমগাছের বাস্পমোচনের ফলে। পরিবেশ ঐ পরিমান তাপের হাত থেকে নিস্কৃতি পায়। এই ভাবেই অরণ্যের হাজার হাজার গাছপালা সারা বছর ধরে কোটি কোটি গ্যালন জলকে বাস্পীভূত করে পরিবেশকে ঠান্ডা রাখে।

পরবর্তী অংশ আগামীকাল

প্রথম নজর

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিশ্ব বই দিবস' পালন

শেখ কামাল উদ্দীন ● বারাসত

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, লাইব্রেরি ও ইনফর্মেশন সায়েন্সের উদ্যোগে এবং হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, অশোকনগরের শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়, বসিরহাট কলেজ, নেতাজি শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, হাবড়ার শ্রীচৈতন্য কলেজ ও বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় গতকাল বারাসাতের 'পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়'এ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বিশ্ব বই দিবস' সাড়ম্বরে পালিত হয়। 'বই না, এ.আই' বিষয়ে একটি বিতর্ক সভা, 'সমরেশ বসু জন্মশতবর্ষ' উপলক্ষে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, 'বই পড়ুন ও বই পড়ান' বিষয়ে পোস্টার মেকিং ও 'বুকমার্ক মেকিং' বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এদিনের 'বিশ্ব বই দিবস' উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজকুমার কোঠারী। তিনি ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে বই পড়ার উপর জোর দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক সুশান্ত ব্যানার্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ অংশগ্রহণকারী কলেজ, বিচারকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রতিযোগিতার শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের গ্রন্থ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, মগরাহাট আঞ্চলিক কমিটির (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) উদ্যোগে মগরাহাট প্রগতি কোচিং সেন্টারে আজ যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালিত হল আন্তর্জাতিক গ্রন্থ দিবস। গ্রন্থ আলোচনা, গান, কবিতা, বক্তব্যে মনোজ্ঞ ছিল এদিনের অনুষ্ঠান। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য নিয়ে আলোচনা করেন নিরাশাহরণ নস্কর, দিনটির গুরুত্ব ও রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি নিয়ে বক্তব্য রাখেন মনজুর আহমেদ, সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' নিয়ে আলোচনা করেন সেহেলি রহমান।
আবৃত্তি পরিবেশন করেন মহঃ হাফিজুল শেখ, রফিকুল হাসান গাজী প্রমুখ। সংগঠনের বাইরের বহু গ্রন্থপ্রেমী মানুষ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আজকের সভার সভাপতি কবি ও নাট্যকর্মী লক্ষ্মণ চন্দ্র নস্কর।

রমনা বাগানে পশুদের দেওয়া হচ্ছে তরমুজ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ নাজেহাল চলছে রাজ্যসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তর। এই গরমে মানুষ সহ অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানুষ সহ জীবজন্তু ও সকল প্রাণীকুল। বর্ধমান শহরের রমনাবাগান অভয়ারণ্যের জীবজন্তুদের সুস্থ রাখতে একাধিক বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে বনদপ্তর। রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত পানীয় জল। জীবজন্তুদের সুস্থ রাখতে থাকছে ফ্রুট জুস এবং ওআরএস। চিতাবাঘ, ভাল্লুক কে ভাল করে স্নান করানো হচ্ছে। রয়েছে বড় ফ্যানের ব্যবস্থাও। এনক্লোজারের মাথায় রাখা হয়েছে খড়ের ছাউনি। খসখসি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে বেশিরভাগ এনক্লোজার। সময়ন্তর জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলোকে। কুমিরদের সুস্থ রাখতে পাম্প চালিয়ে জল ভরা হচ্ছে জলাশয়ে। সেইসঙ্গে চিকিৎসকরা নিয়মিত তাদের দেখভাল করছেন। চলতি গ্রীষ্মের তাপমাত্রা প্রতিদিন মাত্রা ছাড়াচ্ছে। বেলা বাড়তেই গরম হওয়া বইছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দাবদাহ আরও বাড়তে পারে বলে আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বন্য প্রাণীদের উপর বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে বর্ধমান রমনাবাগান অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষ। বর্ধমান জেলা বন দফতরের অধীনে রয়েছে রমনাবাগান জুওলজিক্যাল পার্ক। এখানে চিতাবাঘ থেকে ভালুক, হরিণ, কুমির, ময়ূর ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর পাখি রয়েছে। জেলা বিভাগীয় অতিরিক্ত বনাধিকারিক সোমনাথ চৌধরী বলেন, ' এখন পানীয় জলের সঙ্গে গ্লুকন-ডি এবং ওআরএস দেওয়া হচ্ছে সমস্ত পশু পাখিদের। শরীর ঠান্ডা করতে সকাল সকাল চিতা বাঘের এনক্লোজারের বাইরে থেকে পাইপে করে জল দিয়ে স্নান করানো হচ্ছে ওদের। পশু পাখিদের ছাউনির খড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, যাতে রোদের প্রখর তাপে তারা কষ্ট না পায়। এনক্লোজারের ভিতরে স্প্রিঙ্কলার মেশিনের মাধ্যমে জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে রাখা হচ্ছে। অভয়ারণ্যের ভিতরে পুকুরগুলোয় এই গরমে জল শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই মোটর চালিয়ে পর্যাপ্ত জল ভরে দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত। যাতে কুমিরদের কোনও সমস্যা না হয়।ভালুকের খাঁচায় বড় ফ্যান চালিয়ে ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিকিৎসকের পরামর্শে ভালুকের প্রধান খাদ্য মধুর পরিমাণ কমিয়ে তরমুজ বেশি খাওয়ানো হচ্ছে। অন্যান্য পশুদের জন্যও ফলমূল ও শাক সবজির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

ধর্মের নামে ভোট নয়, নির্বাচন হোক উন্নয়নের নামে: দেব

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: 'কেন্দ্র সরকার একটাও প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে।' মঙ্গলবার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের হয়ে প্রচারে এসে বললেন দীপক অধিকারী (দেব)। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি এলাকায় দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে আসেন দেব। তিনি বলেন, 'আমরা কেন্দ্র সরকারকে ১০ বছর ধরে দেখছি। কখনো বলছে এটা করব, কখন বলছে ওটা করব। ভোট নিয়ে জিতেছে এবং চলেও যাবে। কিন্তু জেতার পরে একটা প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে।'
অভিনেতা দেব বলেন, '২০২১ এ বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্য সাথীর মতো প্রকল্প নিয়ে আসবে। ২১৫ টা সিট নিয়ে আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম। আমাদের নেত্রী ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে। ভোটের আগে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সব বাস্তবায়িত হয়েছে।'প্রকাশ্যে সভায় দাঁড়িয়ে দেব জানান, 'কেন্দ্র সরকার ২০২১ সালে হেরে যাবার পর আমাদের সমস্ত টাকা আটকে দিয়েছে! ১০০ দিনের কাজের টাকা, জিএসটি'র টাকা, আবাস যোজনার টাকা আটকে দিয়েছে। কেন্দ্র সরকার নিজের হার মানতে পারেনি বলে এটা করেছে। আমাদের নেত্রী আবার আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেছিলেন ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র না দিলে আমরা দেব। তিনি দিয়েও দিয়েছেন।' তৃণমূলের তারকা প্রার্থী বলেন, 'কে জিতবে, কে হারবে সেটা পরের বিষয়। যদি কাজ নিয়ে ভোট হয়, কে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে, যদি ভোট হয় কে কতটা মানুষকে ভালো রেখেছে, যদি ভোট হয় কে কতটা মানুষকে শান্তিতে রেখেছে তবে চোখ বন্ধ করে বলুন কে জিতবে?'
দেব বলেন, ধর্ম নয়, নির্বাচন হোক উন্নয়নের নামে। 'আমাদের দেশকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, যাকে ইচ্ছা ভোট দিন। কিন্তু ধর্মের নামে কখনো ভোট দেবেন না। আমার ধর্ম কি এটা বিষয় নয়। আমরা ভারতীয় এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' উল্লেখ্য, কুশমন্ডিতে এদিনের জনসভায় দীপক অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের বালুঘাট লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব মিত্র, কুশমন্ডির বিধায়ক রেখা রায়, ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল প্রমুখ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে না যক্ষ্মা রোগের ওষুধ, চরম দুশ্চিন্তায় রোগীরা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: কোনো হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে না টিবি রোগের ওষুধ। চরম দুশ্চিন্তায় টিবি রোগীরা। বারবার হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও টিবির ওষুধ না পেয়ে আতঙ্কিত রোগী থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্যরা। কোন ফার্মেসি কিংবা বেসরকারি সংস্থা তেও কিনে পাওয়া যাচ্ছে না এই টিবি রোগের ওষুধ। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং হাসপাতালেই নেই টিবি রোগের ওষুধ।
টিবির ওষুধ না পেয়ে ক্রমশ শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে রোগীদের। বাড়ছে মৃত্যু ঝুঁকিও। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা গুলোতেই মূলত টিবি রোগীর সংখ্যা বেশি। শুধুমাত্র সামশেরগঞ্জ এলাকাতেই চার শতাধিক টিবি আক্রান্ত রোগী রয়েছেন বলেই খবর।তার মধ্যে রয়েছে কঠিনতর টিবি এম ডি আর রোগীও। টিবি আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের অভিযোগ, প্রায় দেড় মাস থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার কোন হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই টিবির ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। বারংবার হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রতে একটা ওষুধের জন্য ঘোরাফেরা করলেও ওষুধ না পেয়ে কার্যত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিদিন টিবি রোগীদের জন্য চার থেকে পাঁচ রকমের ওষুধ খাওয়া বাধ্যতামুলক হলেও একটিও ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরেও কিনে পাওয়া যাচ্ছে না ওষুধ। ফলে তারা কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না।
চিকিৎসক মহল জানিয়েছেন, টিবি রোগীকে প্রত্যেকদিন ওষুধ খাওয়া বাধ্যতামূলক। একদিন ওষুধ বাদ পড়লেই রোগ অত্যাধিক হারে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়তে পারে মৃত্যু ঝুঁকিও। পাশাপাশি ক্রমশই বাড়বে সংক্রমণের সংখ্যা। কিন্তু এই মুহূর্তে দেড় মাস ধরে ওষুধ না পাওয়া যাওয়ায় রোগীদের দুশ্চিন্তা শতভাগ বেড়েছে। এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, আমাদের কাছে কোনরকম ওষুধ না আসায় আমরা দিতে পারছি না। বিড়ি শ্রমিক এলাকায় একদিকে যখন টিবি রোগের আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশে বাড়ছে ঠিক তখন এই রোগীদের চিকিৎসার জন্য ওষুধ দেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াই কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না হাজার হাজার টিবি রোগী। অবিলম্বে টিবি রোগীদের জন্য সরকারের কাছে পর্যাপ্ত ওষুধ পাঠানোর দাবি করেছেন তারা।

সাগরদিঘী মডেলের কথা অধীরের মুখে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রামে প্রচারে এসে ফের সাগরদিঘী মডেলের কথা অধীরের মুখে। 'সাগরদিঘী মডেল' সাগরদিঘী উপনির্বাচনে এই মডেলে হাত চিহ্নে জিতেছিলেন বায়রন বিশ্বাস। যদিও দল পরিবর্তন করে গিয়েছেন তৃণমূল। এবার লোকসভা নির্বাচনে অধীরের মুখে আবারও সেই সাগরদীঘি মডেলের কথা শোনা গেল। মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নবগ্রামে সভা অনুষ্ঠিত হয় বাম কংগ্রেস জোটের সভা। নবগ্রাম সিপিএম পার্টি অফিস সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের সভা। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী।
দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে বামফ্রন্ট সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী মর্তুজা হোসেনের উপস্থিতিতে এই সভা করা হয় নবগ্রামে। এদিন অধীর চৌধুরী একাধিক ভাবে তৃণমূলকে আক্রমণের পাশাপাশি আবারো তার মুখে শোনা গেল সাগরদিঘী মডেলের কথা, সঙ্গে ছিল কিছুটা আক্ষেপও।
এদিন তিনি বলেন, সাগরদিঘীতে আমরা তৃণমূলকে হারিয়েছিলাম, প্রমাণ হয়েছিল তৃণমূল কোন অপরাজীয় শক্তি নয়। সেদিন আমরা বলেছিলাম এই মডেলে বাম কংগ্রেস একত্রিত হয়ে আগামী দিনে আমরা ভোট করব, এবারও আমরা সেই প্রতিশ্রুতি মতো এগোচ্ছি। সাগরদিঘীর মতো বাম কংগ্রেস একত্রিত হয়ে জঙ্গিপুর লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থীকে আমরা জিতাবো।
এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী ও সিপিএম নেতা জামির মোল্লা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী মোর্তুজা হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নবগ্রাম ব্লক কংগ্রেস ও সিপিএম নেতৃত্ব।

ভোটের ডিউটি থেকে ভোট কর্মীদের নাম কাটা নিয়ে পক্ষপাতিত্ব!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভোটের ডিউটি থেকে ভোট কর্মীদের নাম কাটানো নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সরব হল বাম কংগ্রেস। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন দুই দলের নেতৃত্বরা। ছিলেন মালদার সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র, কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার এবং একাধিক নেতৃত্বর। তাঁদের দাবি, ভোটকর্মীদের একাংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী থাকেন। ভোটের সময় তাঁদের দলের কাজে যুক্ত থাকতে হর। তাই তাদের ভোটের ডিউটি থেকে অব্যাহতি চেয়ে প্রশাসনের কাছে তালিকা পাঠানো হয়। অভিযোগ, বিরোধীদের পাঠানো তালিকাকে আমল দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ভোটকর্মীদের ভোটের ডিউটিতে পাঠানো হচ্ছে।

হাওড়ায় বহুতলে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার নন্দীবাগানে বহুতল আবাসনে বিধ্বংসী আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন বহতলের বাসিন্দারা। হতাহতের খবর নেই। দমকলের তৎপরতায় আগুন খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি আগুনে ঝলসে যায়। তিনটি বাড়ি ভস্মীভূত হয় এই ঘটনায়। ঘিঞ্জি এলাকার কারণে আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল।
ঘটনার জেরে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কীভাবে আগুন লাগলো জানা যায়নি। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তিনি জানান, ওই আবাসনে ৮৪টি পরিবার থাকেন। তিনটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের পাশে আমরা রয়েছি।

বাইক ও 'লোছিমনের' সংঘর্ষে মৃত সিভিক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। বাইক ও লছিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থানার ফার্মের মাঠ সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম রাহুল তিনি ডোমকল থানায় সিভিক ভলেন্টিয়ারে কর্মরত ছিলেন, বাড়ি ডোমকল থানার ধুলাউড়ি গ্রামে এদিন বহরমপুরের ডিউটি থাকার কারণে তিনি মোটরসাইকেল করে বহরমপুরে ডিউটির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে তখনই সামনের দিক থেকে আসা একটি রড বোঝাই লুছিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের বলে খবর। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছা ইসলামপুর থানার পুলিশ পুলিশ পৌঁছে মৃত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার এর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাই।ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
ময়নাতদন্ত সম্পূর্ণ করে মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার এর নিথর দেহ ডোম কল থানায় নিয়ে আসা হয় সেখানে সকল পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ার শেষ শ্রদ্ধা জানায় ফুলের মালা দিয়ে।চোখের জলে সহকর্মীকে বিদায় জানায় সকলে।

আল আকসার বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

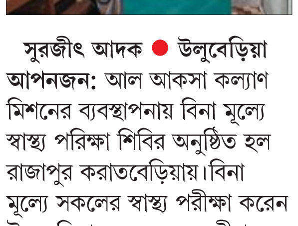

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আল আকসা কল্যাণ মিশনের ব্যবস্থাপনায় বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল রাজাপুর করাতবেড়িয়ায়।বিনা মূল্যে সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের চণ্ডীপুর মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা.আজিজুল মোল্লা। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই দুপুর আড়াইটে থেকে রাত্রি ৯টা অবধি অনুষ্ঠিত ওই শিবিরে ল্যাবরেটরির কর্মীরা ১০০ জনের সুগার টেস্ট,৬০ জনের থাইরয়েড ,৬৪ জনের ইউরিক অ্যাসিড এবং ৬৭ জনের এইচ বি এ ওয়ান সি বিনা মূল্যে টেস্ট করে পরিষেবা দেন। ডা.আজিজুল মোল্লা জানান, আল আকসা মিশনের পক্ষ থেকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শান্তিনিকেতন পলিটেকনিকে কেরিয়ার সভা

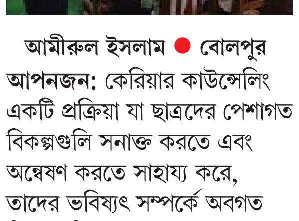

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: কেরিয়ার কাউন্সেলিং একটি প্রক্রিয়া যা ছাত্রদের পেশাগত বিকল্পগুলি সনাক্ত করতে এবং অন্বেষণ করতে সাহায্য করে, তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে কৌশল বিকশিত করতে সাহায্য করে।
কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর এই গুরুত্বকে মাথায় রেখে, আজ শান্তিনিকেতন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিকে সিএসটি বিভাগের ছাত্রদের জন্য এমন একটি সেশন আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে ওয়েব স্কিটারস একাডেমী তাদের সাথে তাদের কেরিয়ার গঠন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করেছে। ছাত্রছাত্রীরা এই কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেশন থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে।

সাহিত্য সভায় সোনা...

আপনজন: রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট আয়োজিত বার্ষিক মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে। এদিনের অনুষ্ঠানে দুই বাংলার বহু বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন। মূলত মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা এতে অংশ নিলেও বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন প্রাবন্ধিক সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বক্তব্য সবাইকে মোহিত করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আরামবাগে প্রচারে প্রাক্তন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী মিতালী বাগের সমর্থনে এক সভায় বক্তব্য রাখছেন পুরশুড়া প্রাক্তন বিধায়ক পারভেজ রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্মীবৃন্দ। কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন বিধায়ক পারভেজ রহমান বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলো আছে মানুষ সুযোগ সুবিধা পেয়েছে সেইগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। কোন সরকারের আমলে এত উন্নয়ন হয় নি। এই সরকারের আমলে প্রচুর মানুষের সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও কর্মসংস্থান বেড়েছে।তাই সকলেই এক হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতালী বাগকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে পারে সেই বার্তা তিনি দেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্মীবৃন্দদের কাছে।

ক্ষণিকের প্রশান্তি দিতে জল পান

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্বলছে গোটা বাংলা। এই পরিস্থিতিতে তৃষ্ণার্ত মানুষের ক্ষনিকের প্রশান্তি দিতে জল পান করাচ্ছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের অন্যতম স্থল বন্দর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর পেট্রাপোলে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত ওই জলছত্র থেকে দু'দেশের সাধারণ মানুষকে জলপান করানো হয়।

প্লাস্টিকের জার ভর্তি চোলাই মদ উদ্ধার

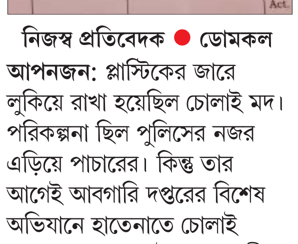

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: প্লাস্টিকের জারে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল চোলাই মদ। পরিকল্পনা ছিল পুলিসের নজর এড়িয়ে পাচারের। কিন্তু তার আগেই আবগারি দপ্তরের বিশেষ অভিযানে হাতেনাতে চোলাই মদসহ পাকড়াও দুই পাচারকারী। ধৃতদের নাম সামজাদ শেখ ও খোকন বেহারা। সামজাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ থানার নতুনগ্রাম এলাকায় ও খোকন জিয়াগঞ্জের বেনিপুর কলোনিপাড়ায়। ধৃতদের কাছে থেকে চল্লিশ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করেছে আবগারি দপ্তর। আবাগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোর্স মারফত তাদের কাছে খবর আসে সাহানগর ঘাট দিয়ে চোলাই মদ পাচার হবে। এরপরেই আবগারি দপ্তরের একটি টিম সেখানে হানা দিয়ে পাচারকারীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সোমবার ভোরে লালবাগের সাহানগর ঘাটের দিকে হাতে প্লাস্টিকের জার নিয়ে দু'জনকে নামতে দেখেন অধিকারিকরা। সন্দেহ হওয়ায় তাদের আটকে হাতে থাকা জারের মুখ খুলতেই ভেতরে চোলাই মদ দেখা যায়। এরপরই তাদের পাকড়াও করে মুর্শিদাবাদ আবগারি থানা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন মুর্শিদাবাদ আবগারি থানার আধিকারিকরা।

মিলানকে হারিয়ে ইন্টারের ২০তম শিরোপা, ইনজাগির প্রথম

আপনজন ডেস্ক: ২৪ বছর পর আবার সিরি আর শিরোপা জয়ের স্বাদ পেলেন সিমোনে ইনজাগি। এবার অবশ্য কোচ হিসেবে।
গতকাল রাতে এসি মিলানকে ২-১ গোলে হারিয়ে ৫ ম্যাচ হাতে রেখেই সিরি আর শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছে ইন্টার মিলান। ক্লাবটির ইতিহাসে এটি ২০তম স্কুডেট্টো বা সিরি আ শিরোপা। আর ৮ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে ইনজাগির এটা প্রথম সিরি আ শিরোপা। ইনজাগি এর আগে খেলোয়াড়ি জীবনে ২০০০ সালে সিরি আ জিতেছিলেন লাৎসিওর হয়ে।
মিলান ডার্বিতে জিতলেই শিরোপা–এটা জেনে মাঠে নেমে ১৮ মিনিটেই অ্যাসার্বির গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। ৪৯ মিনিটে মার্কাস থুরামের গোল ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। ৮০ মিনিটে তোমোরির গোলে ব্যবধান কমায় মিলান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ইন্টারের শিরোপা জয় বিলম্বিত করতে পারেনি।
কোচ হিসেবে সিরি আতে প্রথম শিরোপা জিতলেও এর আগে অন্য প্রতিযোগিতায় সাফল্য ঠিকই পেয়েছেন সিমোনে। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে সিমোনে তাঁর কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন লাৎসিওতে। ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত সেখানে তিনি জেতেন ৩টি শিরোপা–দুটি ইতালিয়ান সুপার কাপ, একটি ইতালিয়ান কাপ। ২০২১-২২ মৌসুমে দায়িত্ব নেন ইন্টারের। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম মৌসুমেই ইন্টারকে জেতান ইতালিয়ান কাপ। পরের মৌসুমে শিরোপাটি ধরে রাখেন তিনি। এ ছাড়া ইন্টারের হয়ে টানা তিন বছর জেতেন ইতালিয়ান সুপার কাপ।
৪৮ বছর বয়সী ইনজাগি নিজের কোচিং ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত যা পেয়েছেন, তা নিয়ে খুশিই। বিশেষ করে ইন্টার মিলানের ডাগআউটে নিজের অর্জন নিয়ে তিনি বেশ সন্তুষ্ট। কাল সিরি আর শিরোপা জয়ের পর তিনি বলেছেন, 'তিন বছরে ছয়টি ট্রফি জয় এবং একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল খেলা, এতটা সাফল্য পাওয়ার কল্পনা করা কঠিনই। আপনাকে পুরো তিন বছরকে একসঙ্গে দেখতে হবে। এ বছর আমাদের ভালো কেটেছে। কিন্তু এই জয়ের পথ অনেক লম্বা সময় নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।'
ইন্টারের ডাগআউটে দাঁড়ানো কোচদের মধ্যে একটি অর্জনের ছোট্ট তালিকায়ও নাম লিখিয়েছেন ইনজাগি। মিলানের বিপক্ষে গতকালের জয়টি ইন্টারের ডাগআউটে ছিল সিমোনের ১০০তম। এর আগে ইন্টারের কোচ হিসেবে এই কীর্তি গড়েছেন শুধু চারজন–হেলেনিও হেরেরা, রবার্তো মানচিনি, জিওভান্নি ত্রাপাত্তোনি ও আরপাদ ভেইস।

আইপিএলের মতো বেশি রান হবে না বিশ্বকাপে, বলছেন ডেভিড ওয়ার্নার

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএলের প্রধান গল্প মারকাটারি ব্যাটিং আর একের পর এক ছক্কা হাঁকানো। এবারই প্রথম আইপিএলে ওভারপ্রতি উঠেছে ৯ রানের বেশি করে। এক সানরাইজার্স হায়দরাবাদই আইপিএলে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙেছেন দুবার। আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ চারটি দলীয় স্কোরই এসেছে এ বছর।
আইপিএলের পর পরই হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইপিএলের মতো বিশ্বকাপেও কি রান উৎসব দেখা যাবে?
অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি, দিল্লি ক্যাপিটালসের ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার তেমনটা মনে করছেন না। ওয়ার্নারের মতে, বিশ্বকাপের উইকেট আইপিএলের চেয়ে ভিন্ন হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেট সম্পর্কে সাংবাদিকদের ওয়ার্নার বলেছেন, 'সেখানে উইকেট ধীরগতির হতে পারে, কিছুটা টার্ন করতে পারে। উইকেট কিছুটা নিচু ও ধীরগতির হয়। এমনকি ২০১০ বিশ্বকাপ যখন খেলেছি, হাই স্কোরিং উইকেট ছিল না।'
এবারের আইপিএলে একের পর এক হাই স্কোরিং ম্যাচ হওয়ায় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অ্যাঙ্করিং বা ধরে খেলার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। ওয়ার্নার মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধরে খেলার প্রয়োজনীয়তা আছে, 'তখনই (তেমন উইকেটে) আপনার অ্যাঙ্করের প্রয়োজন হয়, মাইক হাসির মতো একজনকে, সেখানে আমাদের জন্য রান করেছিল। সে উইকেটে আসত, তার নিজের মতো একটা ইনিংস খেলত। সেখানে বিষয়টি পুরোপুরি ভিন্ন হবে। সময়ের কারণে ম্যাচগুলোও হবে মূলত দিনের বেলাতে। তাই এটা একটা বড় ভূমিকা রাখবে।'
এবার আইপিএলে ওয়ার্নারের ব্যাট খুব একটা হাসেনি। এবার ৭ ম্যাচে ১৩৫ স্ট্রাইক রেটে তিনি রান করেছেন ১৬৭।
নিজে সেরাটা না দিতে পারলেও আইপিএলের এবারের উইকেটের প্রশংসা করেছেন ওয়ার্নার, 'উইকেট খুবই ভালো ছিল। ফ্ল্যাট, কমপ্যাক্ট আর খুব বেশি হাই স্কোরিং। এবং যখন আপনি ছোট বাউন্ডারি পাবেন, আপনি বড় স্কোর দেখতেই পাবেন।'
এবার আইপিএলে ওয়ার্নারের দল দিল্লি ক্যাপিটালস খুব একটা ভালো করতে পারছে না। ৮ ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র দুই ম্যাচ।

'টেন হাগকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ইউনাইটেড', বলছেন শিয়ারার

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খাবি খেলেও এফএ কাপের ফাইনালে উঠেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে সফল দলটি ফাইনাল খেলবে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে ইউনাইটেডকে কি পারবে এফএ কাপ জিততে, এ প্রশ্নের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগ কি টিকে থাকতে পারবেন ওল্ড ট্রাফোর্ডে, সেই প্রশ্ন।
ইংল্যান্ডের সাবেক তারকা স্ট্রাইকার অ্যালান শিয়ারার তো মনে করেন, সিটিকে হারিয়ে ইউনাইটেড এফএ কাপ জিতলেও চাকরি থাকবে না টেন হাগের। প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা বললেন, ডাচ কোচকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে নিয়ে ফেলেছে ইউনাইটেডের মালিকপক্ষ।
এফএ কাপের ফাইনালে উঠলেও সেমিফাইনালে কভেন্ট্রি সিটির বিপক্ষে ইউনাইটেড যেমন খেলেছে, সেটি দেখার পরই টেন হাগের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছেন শিয়ারার। রোববারের সেই ম্যাচে ৩-০ গোলে এগিয়ে গিয়েও কভেন্ট্রিকে ৯০ মিনিটের মধ্যে হারাতে পারেনি ইউনাইটেড। ৩ গোল শোধ করে ম্যাচটিকে অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যাওয়া চ্যাম্পিয়নশিপের দলটি ভাগ্য পাশে থাকলে জিতেও যেতে পারত। অতিরিক্ত সময়ের যোগ করা সময়ে অফসাইডের কারণে ভিএআর বাতিল করে কভেন্ট্রির চতুর্থ গোলটিতে। পরে টাইব্রেকারে আর স্নায়ু ঠিক রাখতে পারেনি দলটি, শুটআউটে হেরে যায় ৪-২ গোলে।
আমার মনে হয়, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যানেজারের (কোচ) ভবিষ্যৎ এরই মধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, ওরা এফএ কাপ জিতলেও তাকে চলে যেতে হবে।
অ্যালান শিয়ারার, ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবল তারকা
ম্যাচটি দেখার পর 'রেস্ট ইজ ফুটবল' পডকাস্টে টেগ হাগকে নিয়ে কথা বলেন শিয়ারার। সাবেক নিউক্যাসল তারকা বলেন, এফএ কাপ জিতলেও চাকরি বাঁচবে না টেন হাগের। সঞ্চালক গ্যারি লিনেকার ও মিকাহ রিচার্ডসকে শিয়ারার বলেন, 'আমার মনে হয়, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যানেজারের (কোচ) ভবিষ্যৎ এরই মধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, ওরা এফএ কাপ জিতলেও তাকে চলে যেতে হবে। আমার মনে হয় না এফএ কাপ জয় তাকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কোনো ভূমিকা রাখবে। তখন হয়তো ব্যাপারটাকে দুঃখজনক মনে হবে, তবে আমি করি, এফএ কাপ জেতাটা যথেষ্ট হবে না।'
ইউনাইটেডের খেলার ধরন ও খেলোয়াড়দের শরীরিভাষা, মৌসুমজুড়ে পারফরম্যান্স দেখেই নাকি এমনটা মনে হয়েছে শিয়ারারের, 'খেলোয়াড়দের দেখুন, ওদের আচরণ খেয়াল করুন, লিগে ওরা কেমন করছে, সেটি দেখুন। আমার তো মনে হয়, সে এরই মধ্যে চাকরি হারিয়ে ফেলেছে।'
সঞ্চালক লিনেকার এরপর মনে করিয়ে দেন, ইউনাইটেড কীভাবে ২০১৬ সালে এফএ কাপ জয়ের পর কোচ লুইস ফন গালকে বরখাস্ত করেছিল। সে বছর ক্রিস্টাল প্যালেসকে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ইউনাইটেড। লিনেকারের দেওয়া সূত্র ধরে সেই ফাইনালের পর কী হয়েছিল বলেন শিয়ারার, 'সেই ম্যাচের পর লিফটেই খবরটা পেয়েছিলেন ফন গাল। কাজটা ঠিক কি বেঠিক ছিল, সেই প্রশ্ন করতেই পারেন।'
এবারও তেমন কিছু হতে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন শিয়ারার, 'আমি ওদের খেলোয়াড়দের আচরণ খেয়াল করেছি। তাদের সামর্থ্যও তো জানা, আর এসব দেখেই আমার মনে হচ্ছে, এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।'
কেন এমন মনে হচ্ছে, সেটিও ব্যাখ্যা করেছেন শিয়ারার, 'আপনারা তো জানেনই প্রক্রিয়াটা কেমন–নতুন মালিক, নতুন ফুটবল পরিচালক, নতুন স্ট্র্যাটেজি পরিচালক, নতুন এটা, নতুন সেটা, নতুন আরও কত কী! এটাই কি বলে দিচ্ছে না, নতুন কোচও আসছে।'

বিশ্বকাপ খেলার প্রস্তাব নিয়ে নারাইন, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি'

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় দলে ফেরার ডাক ফিরিয়ে দিলেন সুনীল নারাইন। আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার বলে দিয়েছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার কোনো সম্ভাবনা নেই তাঁর। কারণ হিসেবে জাতীয় দলের 'বন্ধ দরজা' না খোলার সিদ্ধান্তের কথাই বললেন কলকাতা নাইট রাইডার্স তারকা।
এবারের আইপিএলে দুর্দান্ত খেলছেন নারাইন। কলকাতার হয়ে একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটিসহ এই ওপেনার ২৮৬ রান করেছেন এ পর্যন্ত। এ ছাড়া বল হাতে ৯ উইকেট নিয়েছেন এই রহস্য স্পিনার। ওভার প্রতি ৭.১০ রান দিয়েছেন তিনি, রানবন্যার আইপিএলে ইকোনমিটাকে ভালো না বলে উপায় নেই।
আমার পারফরম্যান্স দেখে অনেকেই অবসর ভেঙে আমাকে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা খেলার কথা বলেছেন। এতে আমার খুবই ভালো লেগেছে। তবে আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল আছি। কখনো কাউকে হতাশ করতে না চাইলেও বলছি (জাতীয় দলের ফেরার) দরজাটা বন্ধই আছে।
নারাইনকে এমন দারুণ খেলতে দেখেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল সতীর্থকে অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার অনুরোধ করেছিলেন। আগামী জুনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখেই এই অনুরোধ করেছিলেন পাওয়েল।
২০১৯ সালের পর আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে না খেলা নারাইন ২০২৩ সালে পাকাপাকিভাবে অবসরের ঘোষণা দেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। ৩৫ বছর বয়সী খেলোয়াড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানালেন অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফেরার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই, 'আমার পারফরম্যান্স দেখে অনেকেই অবসর ভেঙে আমাকে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা খেলার কথা বলেছেন। এতে আমার খুবই ভালো লেগেছে। তবে আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল আছি। কখনো কাউকে হতাশ করতে না চাইলেও বলছি (জাতীয় দলের ফেরার) দরজাটা বন্ধই আছে। জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে যারা প্রতিনিধিত্ব করবে, আমি তাদের সমর্থন জুগিয়ে যাব।'
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে শুভকামনা জানিয়েই বার্তাটা শেষ করেছেন নারাইন, 'ছেলেরা গত কয়েকটা মাস কঠোর পরিশ্রম করে সমর্থকদের এই বার্তাটি দিয়েছে যে আরেকটি শিরোপা জয়ের সামর্থ্য আছে তাদের। আমি সবাইকে শুভকামনা জানাই।'
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম পর্বে পড়েছে 'সি' গ্রুপে। যেখানে দুবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি ও উগান্ডাকে।

এল ক্লাসিকো আবার আয়োজন করা হোক, দাবি লাপোর্তার

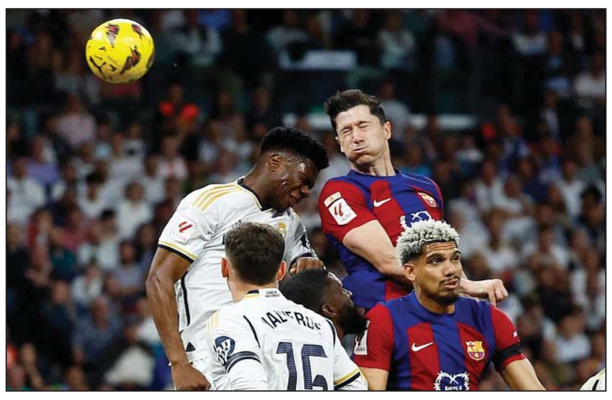

আপনজন ডেস্ক: রিয়ালের কাছে এবারের এল ক্লাসিকোর হারটি মানতেই পারছে না বার্সেলোনা। ক্লাবটির সমর্থক থেকে শুরু করে কোচ-কর্মকর্তা, এমনকি সভাপতি পর্যন্ত মনে করছেন, তাঁদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা তো ম্যাচটি আবার আয়োজনেরই দাবি জানিয়েছেন!
বার্সেলোনার এ ম্যাচ নিয়ে সব আপত্তি রেফারির একটি সিদ্ধান্তের কারণে। গত পরশু ম্যাচের ২৮ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের একটি ফ্লিক থেকে বল চলে যায় রিয়ালের গোললাইনে। রিয়ালের গোলকিপার আন্দ্রে লুনিন কোনোমতো বলটি মাঠের বাইরে পাঠান। কিন্তু বার্সেলোনার দাবি, বল গোললাইন অতিক্রম করেছিল। রেফারি ভিএআরের সাহায্য নিয়ে সেটিকে গোল না দিয়ে কর্নারের সিদ্ধান্ত দেন।
এর পর থেকেই শুরু হয়েছে সমালোচনা। ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে বার্সেলোনা কোচ বলেছিলেন, তাঁরা নিজেদের অবিচারের শিকার মনে করছেন। এদিকে বার্সেলোনার সভাপতি লাপোর্তা কাল এক ভিডিও বার্তায় ম্যাচটি আবার আয়োজনের অনুরোধ করেছেন।
চার মিনিটের ভিডিও বার্তাটি বার্সেলোনা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। সেখানে তিনি রিয়ালের বিপক্ষে ক্লাসিকোতে ভিএআরের ব্যবহার নিয়ে অভিযোগ করেছেন। এরই মধ্যে বার্সেলোনা ম্যাচের ২৮ মিনিটের সেই ঘটনার সব অডিও ভিজুয়াল ডকুমেন্ট স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনকে পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে লাপোর্তা তাদের কাছে ম্যাচটি পুনরায় আয়োজনের আনুষ্ঠানিক অনুরোধও করেছেন।
ম্যাচের ৬ মিনিটেই ক্রিস্টেনসেনের গোলে পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ১৮ মিনিটের গোলে সমতায় ফেরে তারা। এরপর ২৮ মিনিটে ঘটে ওই ঘটনা। গোললাইন বিতর্ককে পেছনে ফেলে ৬৯ মিনিটে ফেরমিন লোপেজের গোলে আবারও এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ৭৩ মিনিটে লুকাস ভাসকেজ আর যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে জুড বেলিংহামের গোলে ৩-২ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল।

মহিলা সমর্থককে জড়িয়ে ধরার পর নিষিদ্ধ ইরানের গোলকিপার

আপনজন ডেস্ক: ইরানের ফুটবল লিগের এক ম্যাচে এক মহিলা সমর্থককে জড়িয়ে ধরার অভিযোগে ইরানের শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব ইসতেগলালের গোলকিপার হোসেইন হোসেইনিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খবরটি গতকাল জানিয়েছে ইরানের সংবাদমাধ্যম 'খবর ভারজেশি।' ১২ এপ্রিল এ ঘটনার পর নিষিদ্ধ হন ৩১ বছর বয়সী হোসেইনি। ইসতেগলালের সেই নারী সমর্থক দৌড়ে মাঠে ঢুকে পড়েন। নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেও পারেননি। হোসেইনি একটু এগিয়ে গিয়ে অল্প সময়ের জন্য সেই নারী সমর্থককে জড়িয়ে ধরেছিলেন।
নিরাপত্তাকর্মীরা এ সময় সেই নারী সমর্থককে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, হোসেইনিকে ৪৭০০ ডলারের (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫ লাখ ১৫ হাজার টাকা) সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা করেছে ইরান ফুটবল ফেডারেশন। এর পাশাপাশি তাঁকে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, 'ম্যাচে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার' করেছেন হোসেইনি। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর ফুটবল ম্যাচে নারী দর্শকের উপস্থিতি এমনিতে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়নশিপের এক ম্যাচে গত ৪০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নারী দর্শকদের উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হয়।
ইসতেগলালের হয়ে সুপার কাপ ও পারসিয়ান গালফ প্রো লিগজয়ী (ইরানের শীর্ষ লিগ) হোসেইনি ২০১২ সাল থেকে এই ক্লাবের গোলপোস্ট সামলাচ্ছেন। ৩৮টি ট্রফিজয়ী ইসতেগলাল ইরানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাবগুলোরও একটি। ইরানের একমাত্র ক্লাব হিসেবে একাধিকবার আন্তর্জাতিক ট্রফি জিতেছে ইসতেগলাল।
২০১৮ সালে ইরানের জার্সিতে অভিষেক হোসেইনির। জাতীয় দলের হয়ে এ পর্যন্ত খেলেছেন ১১ ম্যাচ। খেলেছেন ২০২২ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচেও।
পারসিয়ান গালফ প্রো লিগের এবারের মৌসুমে হাতে ৬টি করে ম্যাচ রেখে দ্বিতীয় পার্সেপোলিসের সঙ্গে ১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে ইসতেগলাল (২৪ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট)।

'সেরা সময়ে' এমবাপ্পের সঙ্গে দৌড়াতে চাইতেন বোল্ট

আপনজন ডেস্ক: মাদ্রিদে গতকাল অনুষ্ঠিত হলো লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড। স্প্রিন্ট কিংবদন্তি উসাইন বোল্ট অনুষ্ঠানটি আলোকিত করেন। সেখানে ব্রেকথ্রু অব দ্য ইয়ার বা সেরা নতুন তারকার পুরস্কার পাওয়া রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামের সঙ্গে দারুণ সময়ও কেটেছে বোল্টের।
বেলিংহামকে দেখেই তাঁর সঙ্গে হাত মেলানোর পর আলিঙ্গন করেন অলিম্পিকে ৮ বার সোনাজয়ী বোল্ট। এরপর দুজনে মিলে দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে একটি উদ্‌যাপনও করেন। সেটি আসলে মাঠে গোল করার পর বেলিংহামেরই উদ্‌যাপনের প্রতিরূপ।
অনুষ্ঠানে জ্যামাইকান কিংবদন্তিকে পেয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে মার্কাটিভি। সেখানেই বোল্টের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ১০০ মিটার স্প্রিন্টে কিলিয়ান এমবাপ্পে তাঁকে হারাতে পারবেন কি না? এই প্রশ্ন ওঠার একটি পটভূমিও আছে। এমবাপ্পের পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন আবারও ভাসছে স্পেনের বাতাসে এবং সেটি হওয়ার কথা এ মৌসুম শেষেই।
রিয়ালকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মার্কার টিভি চ্যানেল তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সর্বকালের সেরা স্প্রিন্টারকে পেয়ে মজার প্রশ্নটি করেছে। আর বল পায়ে ২৫ বছর বয়সী এমবাপ্পের গতি নিয়েও তো প্রশ্ন চলে না।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**